মার্ক-রচিত সুসমাচার

দীক্ষাগুরু যোহনের প্রচার

১ ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ। ২ নবী ইসাইয়ার পুস্তকে যেমনটি লেখা আছে,

দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি;
সে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে;

৩ এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাস্তা সমতল কর,

৪ সেই অনুসারে দীক্ষাদাতা যোহন মরুপ্রান্তরে আবির্ভূত হলেন; তিনি পাপমোচনের উদ্দেশে
মনপরিবর্তনের দীক্ষাস্নান প্রচার করতেন। ৫ সমস্ত যুদেয়া অঞ্চল ও যেরুসালেম-বাসী সকলে তাঁর
কাছে যেতে লাগল, ও নিজেদের পাপ স্বীকার করে যর্দনে তাঁর হাতে দীক্ষাস্নাত হতে লাগল। ৬ এই
যোহন উটের লোমের এক কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বন্ধনী ছিল, ও তিনি পঙ্গপাল ও
বনের মধু খেতেন। ৭ তিনি প্রচার করে বলতেন, 'আমার পরে এমন একজন আসছেন, যিনি আমার
চেয়ে শক্তিশালী; আমি নিচু হয়ে তাঁর জুতোর বাঁধন খুলবার যোগ্য নই। ৮ আমি তোমাদের জলে
দীক্ষাস্নাত করলাম, তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।'

যীশুর দীক্ষাস্নান ও প্রান্তরে পরীক্ষা
গালিলেয়ায় সুসমাচার প্রচার

৯ নির্ধারিত সময় যীশু গালিলেয়ার নাজারেথ থেকে এসে যোহনের হাতে যর্দনে দীক্ষাস্নাত হলেন।
১০ আর জলের মধ্য থেকে উঠে আসামাত্র তিনি দেখলেন, আকাশ দু'ভাগ হল ও আত্মা কপোতের
মত তাঁর উপর নেমে আসছেন; ১১ এবং স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, 'তুমি আমার প্রিয়তম
পুত্র, আমি তোমাতে প্রসন্ন।' ১২ আর তখনই আত্মা তাঁকে প্রান্তরে টেনে নিলেন, ১৩ এবং তিনি
চল্লিশদিন সেই প্রান্তরে থেকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হলেন; তিনি বন্যজন্তুদের সঙ্গে ছিলেন, ও
স্বর্গদূতেরা তাঁর সেবা করতেন।

১৪ যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হলে পর যীশু ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে করতে গালিলেয়ায়
গেলেন; ১৫ তিনি বলছিলেন, 'কাল পূর্ণ হল, ও ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে: মনপরিবর্তন কর
ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।'

প্রথম শিষ্যদের আহ্বান

১৬ তিনি গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে চলতে চলতে দেখতে পেলেন, সিমোন ও তাঁর ভাই
আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। ১৭ যীশু তাঁদের বললেন, 'আমার পিছনে
এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।' ১৮ আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর

অনুসরণ করলেন। ১৯ কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে তিনি জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে
দেখতে পেলেন: তাঁরাও নৌকায় ছিলেন, জাল সারাচ্ছিলেন। ২০ তিনি তখনই তাঁদের ডাকলেন,
আর তাঁরা নিজেদের পিতা জেবেদকে মজুরদের সঙ্গে নৌকায় ফেলে রেখে তাঁর পিছনে গেলেন।

শিক্ষাদাতা ও আরোগ্যদাতা যীশু

২১ তাঁরা কাফার্নাউম পর্যন্ত গেলেন, এবং তখনই, সাব্বাৎ দিনে, তিনি সমাজগৃহে প্রবেশ করে
উপদেশ দিতে লাগলেন; ২২ তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল, কারণ তিনি অধিকারসম্পন্ন
ব্যক্তির মতই তাদের উপদেশ দিতেন—শাস্ত্রীদের মত নয়। ২৩ আর তখনই তাদের সমাজগৃহে
অশুচি আত্মাগ্রস্ত একজন লোক উপস্থিত হল; সে চিৎকার করে ২৪ বলে উঠল: 'হে নাজারেথের
যীশু, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আপনি কি আমাদের বিনাশ করতে এসেছেন? আমি
জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন।' ২৫ কিন্তু যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন: 'চুপ
কর, ওর মধ্য থেকে বের হও।' ২৬ আর সেই অশুচি আত্মা তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জোর গলায় চিৎকার
করে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে গেল। ২৭ সকলে বিস্মিত হল, এমনকি একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে
লাগল, 'এ আবার কী! এ যে অধিকারে পূর্ণ নতুন শিক্ষা! উনি অশুচি আত্মাগুলোকেও আদেশ
দিচ্ছেন, আর তারা তাঁর কথা মেনে নিচ্ছে!' ২৮ আর তখনই তাঁর নাম সমগ্র গালিলেয়া প্রদেশের
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

২৯ আর তখনই সমাজগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যাকোব ও যোহনের সঙ্গে সিমোন ও
আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন; ৩০ সিমোনের শাশুড়ী তখন জ্বরে পড়ে শুয়ে ছিলেন, আর তাঁরা তখনই
তাঁকে তাঁর কথা বললেন; ৩১ তিনি কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে তাঁকে ওঠালেন; তখন তাঁর জ্বর
ছেড়ে গেল আর তিনি তাঁদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।

৩২ সন্ধ্যা হলে, সূর্য অস্ত গেলে লোকেরা সমস্ত পীড়িত ও অপদূতগ্রস্ত মানুষকে তাঁর কাছে আনল;
৩৩ আর সমস্ত শহর দরজার সামনে জড় হয়ে ভিড় করল। ৩৪ তিনি নানা প্রকার রোগে পীড়িত বহু
মানুষকে নিরাময় করলেন ও অনেক অপদূত তাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু অপদূতদের কথা বলতে দিতেন
না, কারণ তারা তাঁর পরিচয় জানত।

৩৫ পরে, ভোরে, বেশ অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে তিনি বেরিয়ে গেলেন ও নির্জন এক স্থানে
গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করতে লাগলেন; ৩৬ তবে সিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর খোঁজাখুঁজি করতে
লাগলেন, ৩৭ এবং তাঁকে খুঁজে পেয়ে তাঁকে বললেন, 'সকলে আপনার সন্ধান করছে।' ৩৮ তিনি
তাঁদের বললেন, 'চল, আমরা অন্য কোথাও, আশেপাশের সকল গ্রামে যাই, যেন আমি সেখানেও
প্রচার করতে পারি, কেননা সেজন্যই আমি বেরিয়েছি।' ৩৯ আর তিনি সমস্ত গালিলেয়ায় ঘুরে ঘুরে
তাদের সমাজগৃহে গিয়ে প্রচার করতে ও অপদূত তাড়াতে লাগলেন।

৪০ সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত একজন লোক এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে মিনতি ক'রে বলল,
'আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত করতে পারেন।' ৪১ দয়ায় বিগলিত হয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে
তাকে স্পর্শ করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও।' ৪২ আর তখনই চর্মরোগ তাকে
ছেড়ে গেল আর সে শুচীকৃত হল। ৪৩ আর তিনি তখনই কঠোরভাবে সতর্ক করে তাকে বিদায় দিয়ে
বললেন, ৪৪ 'দেখ, একথা কাউকেই বলো না; কিন্তু গিয়ে যাজকের কাছে নিজেকে দেখাও, ও

তোমার শুচিতা-লাভের জন্য মোশীর নির্দেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর যেন তাদের কাছে তা
সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।’ ৪৫ কিন্তু সে বেরিয়ে গিয়ে কথাটা প্রচার করে চারদিকে বলে দিল, যার
ফলে যীশু কোন শহরে প্রকাশ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না, কিন্তু বাইরে নির্জন নির্জন স্থানে থাকতে
লাগলেন; তা সত্ত্বেও লোকেরা সবদিক থেকে তাঁর কাছে আসতে থাকল।

২ কয়েক দিন পর তিনি আবার কাফার্নাউমে চলে এলে শোনা গেল যে, তিনি বাড়িতে আছেন; ২
আর এত লোক এসে জমা হল যে, দরজার সামনেও আর জায়গা রইল না। তিনি তাদের কাছে
বাণী প্রচার করছিলেন, ৩ সেসময়ে কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হল; তারা চারজন লোকের
সাহায্যে তাঁর কাছে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বহন করে নিয়ে এল; ৪ কিন্তু ভিড়ের কারণে তাঁর
কাছে আসতে না পারায়, তিনি যেখানে ছিলেন, সেই জায়গার ছাদ খুলে ফেলে ছিদ্র করে মাদুরটা
নামিয়ে দিল যার উপরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি শুয়ে ছিল। ৫ তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই
পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন, ‘বৎস, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।’

৬ সেসময়ে সেখানে কয়েকজন শাস্ত্রী বসে ছিলেন; তাঁরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ৭ ‘এ এমন
কথা কেন বলছে? ঈশ্বরনিন্দাই করছে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেইবা পাপ ক্ষমা করতে পারে?’
৮ তাঁরা মনে মনে একথা ভাবছেন, যীশু তখনই এবিষয়ে আত্মায় সচেতন হয়ে তাঁদের বললেন,
‘আপনারা কেন মনে মনে এমন কথা ভাবছেন? ৯ পক্ষাঘাতগ্রস্তকে কোন্‌টা বলা সহজ, “তোমার
পাপ ক্ষমা করা হল”, না “ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও”? ১০ আচ্ছা, মানবপুত্রের যে
পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে, তা যেন আপনারা জানতে পারেন, এইজন্য—তিনি
সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন—১১ তোমাকে বলছি, ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নাও আর বাড়ি যাও।’
১২ আর সে উঠে দাঁড়িয়ে তখনই মাদুর তুলে নিয়ে সকলের সামনে বাইরে চলে গেল; এতে সকলে
খুবই স্তম্ভিত হল, এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, ‘এমন কিছু আমরা কখনও দেখিনি।’

লেবিকে আহ্বান

১৩ তিনি বেরিয়ে গিয়ে আবার সমুদ্রের ধারে গেলেন, এবং সমস্ত লোক তাঁর কাছে এল আর তিনি
তাদের উপদেশ দিলেন। ১৪ সেখান থেকে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, আল্ফেয়ের ছেলে
লেবি শুল্কঘরে বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, ‘আমার অনুসরণ কর।’ আর তিনি উঠে তাঁর
অনুসরণ করলেন। ১৫ তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি যখন তাঁর বাড়িতে ভোজে বসে ছিলেন, তখন
অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল; কেননা যারা তাঁর
অনুসরণ করত, তারা অনেকেই ছিল। ১৬ তিনি পাপী ও কর-আদায়কারীদের সঙ্গে ভোজে বসছেন
দেখে ফরিসি-দলের শাস্ত্রীরা তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘উনি কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে
খাওয়া-দাওয়া করছেন?’ ১৭ কথাটা শুনে তিনি তাঁদের বললেন, ‘সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের
প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই
আহ্বান জানাতে এসেছি।’

উপবাস প্রসঙ্গ

১৮ সেসময় যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিসিরা উপবাস করছিলেন; তাঁরা তাঁকে এসে বললেন,
‘যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিসিদের শিষ্যেরা উপবাস পালন করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা তা করে

না, এর কারণ কী?’ [১৯] যীশু তাঁদের বললেন, ‘বর সঙ্গে থাকতে কি বরযাত্রীরা উপবাস করতে
পারে? বর যতদিন তাদের সঙ্গে থাকেন, তারা ততদিন উপবাস করতে পারে না। [২০] কিন্তু এমন
দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন, সেই দিনেই, তারা
উপবাস করবে। [২১] পুরাতন পোশাকে কেউ কোরা কাপড়ের তালি দেয় না; দিলে সেই নতুন
তালিতে ওই পুরাতন পোশাক ছিঁড়ে যায় ও ছেঁড়াটা আরও বড় হয়। [২২] আরও, কেউ পুরাতন
চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না; রাখলে আঙুররসে ভিস্তিগুলো ফেটে যায়, ফলে
আঙুররসও নষ্ট হয়, ভিস্তিগুলোও নষ্ট হয়; নতুন আঙুররস বরং নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখা
চাই।’

সাব্বাৎ দিনে শিষ ছিঁড়ে খাওয়া

[২৩] তিনি সাব্বাৎ দিনে শস্যখেতের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা চলতে চলতে শিষ
ছিঁড়তে লাগলেন। [২৪] এতে ফরিসিরা তাঁকে বললেন, ‘দেখুন, সাব্বাৎ দিনে যা বিধেয় নয়, ওরা তা
কেন করছে?’ [২৫] তিনি তাঁদের বললেন, ‘দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার্ত হলে তিনি
যা করেছিলেন, আপনারা কি তা কখনও পড়েননি? [২৬] তিনি তো মহাযাজক আবিয়াথারের সময়ে
ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন, আর যে ভোগ-রুটি যাজকেরাই ছাড়া আর কারও পক্ষে খাওয়া বিধেয়
নয়, তিনি তা খেয়েছিলেন ও তাঁর সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন।’ [২৭] তিনি তাঁদের আরও বললেন,
‘সাব্বাৎ মানুষের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, মানুষ সাব্বাতের জন্য সৃষ্ট হয়নি; [২৮] তাই মানবপুত্র
সাব্বাতেরও প্রভু।’

নুলো হাত মানুষের সুস্থতা-লাভ

৩ তিনি আবার সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন; সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত নুলো। [২]
তিনি সাব্বাৎ দিনে তাকে নিরাময় করেন কিনা, তা দেখবার জন্য তাঁরা তাঁর দিকে লক্ষ রাখছিলেন,
যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন। [৩] তিনি নুলো লোকটিকে বললেন, ‘মাঝখানে এসে
দাঁড়াও।’ [৪] পরে তাঁদের বললেন, ‘সাব্বাৎ দিনে কী করা বিধেয়? উপকার করা না অপকার করা?
প্রাণ রক্ষা করা না হত্যা করা?’ কিন্তু তাঁরা চুপ করে রইলেন। [৫] তখন তিনি তাঁদের হৃদয় কঠিন
দেখে দুঃখিত হয়ে চারদিকে তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটিকে বললেন, ‘হাত বাড়িয়ে
দাও!’ সে তা বাড়িয়ে দিল, আর তার হাত সুস্থ হয়ে উঠল। [৬] এতে ফরিসিরা বাইরে গিয়ে তখনই
হেরোদের লোকদের দলের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কি ভাবে তাঁর বিনাশ
ঘটানো যায়।

[৭] যীশু নিজের শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে গেলেন; আর গালিলেয়া থেকে বহু লোক তাঁর
অনুসরণ করল। [৮] যুদেয়া, যেরুসালেম, ইদুমেয়া, যর্দন নদীর ওপারের দেশ এবং তুরস ও সিদোন
অঞ্চল থেকে বহু বহু লোক, তিনি যে মহা মহা কাজ সাধন করছেন, তা শুনে তাঁর কাছে এল। [৯]
তখন তিনি নিজের শিষ্যদের এমনটি বললেন যেন ভিড়ের কারণে তাঁর জন্য একটা নৌকার ব্যবস্থা
করা হয়, পাছে লোকে তাঁর উপর চাপাচাপি করে পড়ে। [১০] কেননা তিনি এত বহু লোককে নিরাময়
করেছিলেন যে, অসুস্থ সকলে তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টায় তাঁর গায়ের উপরে পড়ছিল। [১১] এবং অশুচি
আত্মাগুলো তাঁকে দেখলেই তাঁর সামনে পড়ে চিৎকার করে বলত, ‘আপনি ঈশ্বরের পুত্র।’ [১২] কিন্তু

তিনি তাদের কঠোরভাবেই নিষেধ করে দিতেন, যেন তারা তাঁর পরিচয় প্রকাশ না করে।

সেই বারোজনকে নিয়োগ

১৩ সেসময় তিনি পর্বতে গিয়ে উঠে, নিজেই যাঁদের ইচ্ছা করলেন তাঁদের কাছে ডাকলেন; তাই
তাঁরা তাঁর কাছে এলেন; ১৪ আর তিনি বারোজনকে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করলেন: তাঁরা তাঁর সঙ্গে
সঙ্গে থাকবেন, তিনি তাঁদের প্রচার করতে প্রেরণ করবেন, ১৫ এবং তাঁরা অপদূত তাড়াবার অধিকার
পাবেন। ১৬ তাই তিনি সেই বারোজনকে নিযুক্ত করলেন, তথা: সিমোন, যাঁকে তিনি পিতর নাম
দিলেন, ১৭ এবং জেবেদের ছেলে যাকোব ও সেই যাকোবের ভাই যোহন—এই দু'জনকে
বোয়ানের্গেস অর্থাৎ বজ্র-সন্তান এই নাম দিলেন,—১৮ আর আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বার্থলমেয়, মথি,
টমাস, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব, থাদেয়, উগ্রধর্মা সিমোন ১৯ ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ যিনি পরে
তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

যীশু ও বেয়েল্জেবুল

২০ তিনি বাড়ি ফিরে গেলে আবার এত লোকের ভিড় জমে গেল যে, তাঁরা খেতেও পারছিলেন না।
২১ তা শুনে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে ধরে নিতে বেরিয়ে পড়ল, কেননা তারা বলছিল, তাঁর মাথা
ঠিক নেই।

২২ আর যে শাস্ত্রীরা যেরুসালেম থেকে এসেছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, 'একে বেয়েল্জেবুলে
পেয়েছে'; আরও বলছিলেন, 'এ তো অপদূতদের প্রধানের প্রভাবেই অপদূত তাড়ায়।' ২৩ তাই তিনি
তাঁদের কাছে ডেকে উপমাচ্ছলে বললেন, 'শয়তান কেমন করে শয়তানকে তাড়াতে পারে? ২৪
কেননা কোন রাজ্য যদি বিবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে সে রাজ্য স্থির থাকতে পারে না; ২৫ আর
কোন পরিবার যদি বিবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে, সেই পরিবার স্থির থাকতে পারে না। ২৬ আচ্ছা,
শয়তান যদি নিজের বিপক্ষে ওঠে ও বিভক্ত হয়, তবে সেও স্থির থাকতে পারে না, কিন্তু তার শেষ
হয়। ২৭ একজন বলবান লোকের বাড়িতে ঢুকে কেউই তার জিনিসপত্র লুট করতে পারে না, যদি না
আগে সে সেই বলবান লোককে বেঁধে ফেলে; তবেই সে তার বাড়ির সবকিছু লুট করতে পারে। ২৮
আমি আপনাদের সত্যি বলছি, মানবসন্তানেরা যে সমস্ত পাপকর্ম ও ঈশ্বরনিন্দা করে, তার ক্ষমা
হবে; ২৯ কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে অনন্তকালেও ক্ষমা পাবে না, বরং হবে অনন্ত
পাপের অধীন।' ৩০ তিনি একথা বললেন, কারণ তাঁরা বলেছিলেন, 'ওকে অশুচি আত্মায় পেয়েছে।'

যীশুর প্রকৃত পরিজন

৩১ সেসময় তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা এলেন, এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ৩২
তখন তাঁর চারপাশে বহু লোক বসে ছিল; তারা তাঁকে বলল, 'দেখুন, বাইরে আপনার মা ও
ভাইবোনেরা আপনাকে খুঁজছেন।' ৩৩ তিনি তাদের বললেন, 'আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাও বা
কারা?' ৩৪ এবং যারা তাঁর চারপাশে বসে ছিল, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে
আমার মা, এই যে আমার ভাইয়েরা; ৩৫ কেননা যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার
ভাই ও বোন ও মা।'

নানা উপমা-কাহিনী

৪ তিনি আবার সমুদ্রের ধারে উপদেশ দিতে লাগলেন, কিন্তু এত লোকের ভিড় তাঁর কাছে জমতে
লাগল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে সেখানে, সমুদ্রে, বসলেন ও সমস্ত লোক সমুদ্রতীরে স্থলে
থাকল। ২ আর তিনি উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের অনেক উপদেশ দিলেন, ও উপদেশ
দানকালে তাদের বললেন, ৩ 'শোন: ধর, বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল। ৪ বোনার সময়ে
কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল; তখন পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। ৫ আবার কিছু বীজ পাথুরে
জায়গায় পড়ল, যেখানে বেশি মাটি ছিল না; তাই মাটি গভীর না হওয়ায় তা শীঘ্র গজে উঠল, ৬
কিন্তু যখন সূর্য উঠল তখন তা পুড়ে গেল, ও তার শিকড় না থাকায় শুকিয়ে গেল। ৭ আবার কিছু
বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; তাই কাঁটাগাছ বেড়ে তা চেপে রাখল, তাতে ফল ধরল না। ৮
আবার কিছু বীজ উত্তম মাটিতে পড়ল: তা গজে উঠে ও বেড়ে উঠে ফল দিল: কোনটায় ত্রিশ গুণ,
কোনটায় ষাট গুণ, ও কোনটায় একশ' গুণ।' ৯ তখন তিনি বললেন, 'যার শুনবার কান আছে, সে
শুনুক।'

১০ আর যখন তিনি একাকী হলেন, তখন তাঁর সঙ্গীরা সেই বারোজনের সঙ্গে সেই সমস্ত
উপমা-কাহিনীর বিষয়ে তাঁর কাছে ক'টা প্রশ্ন রাখলেন, ১১ তিনি তাঁদের বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য
সংক্রান্ত রহস্যটি তোমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে, কিন্তু ওই বাইরের লোকদের কাছে সবকিছু
রহস্যময় হয়ে ওঠে, ১২ যেন

তারা তাকিয়ে দেখেও দেখতে না পায়,
ও কান পেতে শুনেও বুঝতে না পারে,
পাছে তারা পথ ফেরায় ও তাদের ক্ষমা করা হয়।'

১৩ তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা কি এই উপমা-কাহিনী বুঝতে পার না? তবে কেমন করে
অন্য কোন উপমা-কাহিনী বুঝতে পারবে? ১৪ সেই বীজবুনিয়ে বাণীকেই বোনে। ১৫ তারাই আছে
যারা সেই পথের ধারে রয়েছে যেখানে বাণী বোনা হয়: এরা যখন শোনে, তখনই শয়তান এসে
এদের মধ্যে যে বাণী বোনা হয়েছিল, তা কেড়ে নিয়ে যায়। ১৬ তারাও আছে যারা পাথুরে মাটিতে
বোনা: এরা এমন মানুষ যারা বাণী শুনতে না শুনতেই তা সানন্দে গ্রহণ করে; ১৭ কিন্তু তাদের
অন্তরে শিকড় নেই; তারা তো ক্ষণস্থির মানুষ, ফলে বাণীর কারণে কোন ক্লেশ বা নির্যাতন দেখা
দিলেই তারা স্খলিত হয়। ১৮ তারাও আছে যারা কাঁটাঝোপের মধ্যে বোনা: এরা এমন মানুষ যারা
সেই বাণী শোনে, ১৯ কিন্তু এসংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও অন্যান্য বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়ে
বাণীটা চেপে রাখে; তাই তা ফলহীন হয়। ২০ আবার অন্যরাও আছে যারা উত্তম মাটিতে বোনা:
এরা এমন মানুষ যারা সেই বাণী শুনে গ্রহণও করে, এবং কেউ কেউ একশ' গুণ, কেউ কেউ ষাট
গুণ, কেউ কেউ ত্রিশ গুণ ফল দেয়।'

২১ তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'প্রদীপ কি আসে তা যেন ধামার নিচে বা খাটের তলায় রাখা
হয়? না-কি তা যেন দীপাধারের উপরেই রাখা হয়? ২২ কেননা গুপ্ত এমন কিছুই নেই, যা প্রকাশিত
হবে না; লুক্কায়িত এমন কিছুই নেই, যা প্রকাশ পাবে না। ২৩ যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক।' ২৪
তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'তোমরা যা শুনছ, তা ভেবে দেখ: তোমরা যে মাপকাঠিতে পরিমাপ

কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা হবে, এমনকি তোমাদের আরও দেওয়া হবে;
২৫ কেননা যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যা আছে তাও তার
কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।'
২৬ তিনি আরও বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য হল এই রকম: ঠিক যেন একজন লোক মাটিতে বীজ
বোনে; ২৭ রাতে বা দিনে, সে ঘুমোক বা জেগে থাকুক, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়েই ওঠে—
কীভাবে, তা সে জানে না। ২৮ মাটি আপনা থেকেই ফল উৎপন্ন করে: আগে অঙ্কুর, পরে শিষ, পরে
শিষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। ২৯ আর ফসল পেকে গেলে সে তখনই কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটার
সময় এসেছে।'
৩০ তিনি আরও বললেন, 'আমরা কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব? বা কোন্ উপমার
মধ্য দিয়েই বা তা বর্ণনা করব? ৩১ তা একটা সর্ষে-দানার মত: সেই বীজ মাটিতে বোনার সময়ে
মাটির সকল বীজের চেয়ে ছোট, ৩২ কিন্তু একবার বোনা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সকল শাকের চেয়ে
বড় হয় ও এমন বড় বড় শাখা মেলে যে, আকাশের পাখিরা তার ছায়ায় বাসা বাঁধতে পারে।'
৩৩ এধরনের বহু উপমা দিয়ে তিনি তাদের শুনবার ক্ষমতা অনুসারে তাদের কাছে বাণী প্রচার
করতেন; ৩৪ উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে ছাড়া তাদের কিছুই বলতেন না; পরে, যখন একাকী
হতেন, তখন নিজ শিষ্যদের কাছে সমস্ত বুঝিয়ে দিতেন।

যীশু ঝড় প্রশমিত করেন

৩৫ একই দিন সন্ধ্যা হলে তিনি তাঁদের বললেন, 'চল, আমরা ওপারে যাই।' ৩৬ তখন তাঁরা
লোকদের বিদায় দিয়ে, তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায়ই তাঁকে নৌকায় করে সঙ্গে নিয়ে
গেলেন; আরও আরও নৌকাও তাঁর সঙ্গে ছিল। ৩৭ পরে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় উঠল, ও ঢেউ নৌকার গায়ে
এমনভাবে আছড়িয়ে পড়তে লাগল যে, নৌকাটা জলে ভরে যাচ্ছিল—৩৮ অথচ তিনি পশ্চাদ্ভাগে
বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন; তাঁরা তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন, 'গুরু, আমরা যে মরতে
বসেছি, এতে আপনার কি কোন চিন্তা নেই?' ৩৯ আর তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন, ও
সমুদ্রকে বললেন, 'শান্ত হও, স্থির হও;' তাতে বাতাস পড়ল ও মহানিস্তব্ধতা নেমে এল। ৪০ পরে
তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন? তোমাদের কি এখনও বিশ্বাস হয়নি?' ৪১
তাঁরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে একে অপরকে বলতে লাগলেন, 'তবে ইনি কে যে, বাতাস ও
সমুদ্রও তাঁর প্রতি বাধ্য হয়?'

নানা আরোগ্য-কাজ

৫ এর মধ্যে তাঁরা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীয়দের দেশে এসে পৌঁছলেন। ২ তিনি নৌকা থেকে
নেমে গেলে তখনই অশুচি আত্মায়-পাওয়া একজন লোক সমাধিগুহাগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে
তাঁর দিকে এগিয়ে এল। ৩ সে সমাধিগুহাগুলোর মধ্যে বাস করত, এবং কেউই শেকল দিয়েও তাকে
আর বাঁধতে পারত না, ৪ কেননা লোকে বারবার তাকে বেড়ি ও শেকল দিয়ে বেঁধেছিল, কিন্তু সে
শেকল ছিঁড়ে ফেলেছিল ও বেড়ি ভেঙে ফেলেছিল—কেউই তাকে আর বশীভূত করতে পারত না। ৫
সে দিনরাত সর্বদাই সমাধিগুহাতে ও পর্বতে পর্বতে থেকে চিৎকার করত ও পাথর দিয়ে নিজে
নিজের দেহ কাটাকাটি করত। ৬ দূর থেকে যীশুকে দেখতে পেয়ে সে দৌড়ে এসে তাঁর সামনে

প্রণিপাত করল ৭ ও জোর গলায় চিৎকার করে বলল, ‘হে যীশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আমার সঙ্গে
আপনার আবার কী? ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে জ্বালাযন্ত্রণা দেবেন
না!’ ৮ কেননা তিনি তাকে বলছিলেন, ‘হে অশুচি আত্মা, এই লোক থেকে বেরিয়ে যাও।’ ৯ পরে
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার নাম কী?’ সে উত্তর দিল, ‘আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা
অনেকেই আছি।’ ১০ এবং সে বারবার মিনতি জানাতে লাগল, যেন তিনি সেই অঞ্চল থেকে তাদের
দূর করে না দেন।

১১ সেই জায়গায় পর্বতের পাশে বিরাট এক পাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল। ১২ তাই তারা মিনতি করে
তাঁকে বলল, ‘ওই শূকরদের মধ্যে আমাদের পাঠিয়ে দিন, আমরা যেন সেগুলোর মধ্যে ঢুকতে
পারি।’ ১৩ তিনি তাদের অনুমতি দিলে পর সেই অশুচি আত্মাগুলো বেরিয়ে এসে সেই শূকরদের
মধ্যে ঢুকল, আর সেই পাল—আনুমানিক দু’হাজার শূকর—ছুটে গিয়ে পাহাড়ের খাড়া ধার থেকে
সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও সমুদ্রে ডুবে গেল। ১৪ রাখালেরা পালিয়ে গেল, এবং শহরে ও গ্রামে
গ্রামে গিয়ে কথাটা জানিয়ে দিল। তখন ব্যাপারটা কী, তা দেখবার জন্য লোকেরা এল, ১৫ ও যীশুর
কাছে এসে দেখল, যাকে বাহিনী-অপদূতে পেয়েছিল, সেই অপদূতগ্রস্ত লোক বসে আছে—সে
জামাকাপড় পরে আছে ও প্রকৃতস্থ অবস্থায় রয়েছে; তাতে তারা ভয় পেল। ১৬ আর অপদূতগ্রস্ত
লোকটির ও শূকরপালের ঘটনা যারা দেখেছিল, তারা তাদের কাছে সমস্তই বর্ণনা করল। ১৭ তখন
তারা তাঁকে মিনতি করতে লাগল, তিনি যেন তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান। ১৮ আর তিনি নৌকায়
উঠছেন, সেসময়ে যে লোককে অপদূতে পেয়েছিল, সে তাঁকে মিনতি করল, যেন তাঁর সঙ্গে থাকতে
পারে। ১৯ তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না, কিন্তু বললেন, ‘তোমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে বাড়ি
চলে যাও, ও প্রভু তোমার জন্য যা কিছু করেছেন, ও তোমার প্রতি যে কৃপা দেখিয়েছেন, তা তাদের
জানাও।’ ২০ তাই সে চলে গিয়ে, যীশু তার জন্য যা কিছু করেছিলেন, তা দেকাপলিস অঞ্চলে প্রচার
করতে লাগল। আর সকলেই আশ্চর্য হল।

২১ পরে যীশু আবার পার হয়ে এলে তাঁর চারপাশে বহু লোকের ভিড় জমতে লাগল; আর তিনি
সমুদ্রতীরে থাকলেন। ২২ তখন যাইরুস নামে সমাজগৃহের একজন অধ্যক্ষ এসে তাঁকে দেখে তাঁর
পায়ে লুটিয়ে পড়ে ২৩ বহু মিনতি করে বললেন, ‘আমার মেয়েটি মরণাপন্ন অবস্থায়, আপনি এসে
তার উপর হাত রাখুন, যেন সে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচে।’ ২৪ তিনি তাঁর সঙ্গে চললেন; বহু লোকও
তাঁর পিছু পিছু চলল ও তাঁর চারপাশে ভিড়ের চাপ সৃষ্টি হল।

২৫ তখন বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে আক্রান্ত এমন একজন স্ত্রীলোক ছিল ২৬ যে অনেক চিকিৎসকের
বহু যন্ত্রণাময় চিকিৎসার অধীন হয়েছিল, এবং তার সর্বস্ব ব্যয় করেও তার কোন উপকার হয়নি,
বরং আরও অধিক পীড়িত হয়েছিল। ২৭ সে যীশুর কথা শুনে ভিড়ের মধ্য দিয়ে তাঁর পিছন থেকে
এসে তাঁর পোশাক স্পর্শ করল; ২৮ কারণ সে ভাবছিল, ‘তাঁর পোশাক-মাত্র স্পর্শ করলেই আমি
পরিত্রাণ পাব।’ ২৯ আর তখনই তার রক্তস্রাব শুকিয়ে গেল, আর সে যে ওই রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে,
তা নিজের শরীরে টের পেল। ৩০ যীশু তখনই অন্তরে জানতে পারলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটা
শক্তি বেরিয়ে গেছে, তাই ভিড়ের মধ্যে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কে আমার পোশাক স্পর্শ করল?’ ৩১
তাঁর শিষ্যেরা বললেন, ‘আপনি তো দেখছেন, আপনার চারপাশে লোকদের কী চাপ, তবু বলছেন,
কে আমাকে স্পর্শ করল?’ ৩২ কিন্তু তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলেন, কেইবা তেমনটি

করল। [৩৩] পরে সেই স্ত্রীলোক তার কী ঘটেছে বুঝতে পেরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে পড়ল ও সমস্ত সত্য বলে ফেলল। [৩৪] তিনি তাকে বললেন, 'কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে; শান্তিতে যাও, ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে থাক।'

[৩৫] তিনি তখনও কথা বলছেন, সেসময় সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে লোক এসে বলল, 'আপনার মেয়েটি মারা গেছে, গুরুকে আর কেন কষ্ট দিচ্ছেন?' [৩৬] কিন্তু যীশু সেকথা শুনতে পেয়ে সমাজগৃহের অধ্যক্ষকে বললেন, 'ভয় করবেন না, কেবল বিশ্বাস করুন।' [৩৭] এবং পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহনকে ছাড়া তিনি আর কাউকেই নিজের সঙ্গে যেতে দিলেন না; [৩৮] তাই তাঁরা সমাজগৃহের অধ্যক্ষের বাড়িতে এলে তিনি দেখলেন, কোলাহল হচ্ছে ও লোকেরা কাঁদছে ও হাহাকার করছে। [৩৯] ভিতরে গিয়ে তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা এত কোলাহল ও কান্নাকাটি করছ কেন? মেয়েটি তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।' [৪০] কিন্তু তারা তাঁকে উপহাস করল; তাই তিনি সকলকে বের করে দিয়ে মেয়েটির পিতামাতাকে ও নিজের সঙ্গীদের নিয়ে, মেয়েটি যেখানে ছিল, সেই স্থানে প্রবেশ করলেন; [৪১] এবং মেয়েটির হাত ধরে তাকে বললেন, 'তালিথা কুম্, যার অর্থ দাঁড়ায়: খুকি, তোমাকে বলছি, উঠে দাঁড়াও।' [৪২] মেয়েটি তখনই উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল—তার বয়স বারো বছর ছিল। তারা তখনই গভীর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল; [৪৩] আর তিনি তাদের কড়া আদেশ দিলেন, কেউই যেন ঘটনাটা জানতে না পারে, আর মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে বললেন।

নাজারেথে যীশু

৬ সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি নিজের দেশে এলেন ও তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। [২] সাব্বাৎ দিন এলে তিনি সমাজগৃহে উপদেশ দিতে লাগলেন, আর অনেকে তাঁর কথা শুনে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বলছিল, 'এসব কিছু কোথা থেকেই বা এর কাছে আসে? এই যে প্রজ্ঞা একে দেওয়া হয়েছে ও এর হাত দিয়ে এই যে পরাক্রম-কর্মগুলো সাধিত হয়ে থাকে, এই সব আবার কী? [৩] এ কি সেই ছুতোর নয় যে মারীয়ার ছেলে, যাকোব, যোসেস, যুদা ও সিমোনের ভাই? এর বোনেরাও কি আমাদের এখানে নেই?' এতে তিনি তাদের স্খলনের কারণ ছিলেন। [৪] যীশু তাদের বললেন, 'নবী কেবল নিজের দেশে, নিজের আপনজন ও পরিবার-পরিজনদের মধ্যেই অসম্মানিত!' [৫] আর তিনি সেখানে কোন পরাক্রম-কর্ম সাধন করতে পারলেন না, কেবল কয়েকজন পীড়িত লোকের উপরে হাত রেখে তাদের নিরাময় করলেন। [৬] তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি আশ্চর্য হলেন।

সেই বারোজনকে প্রেরণ
তাঁদের কাছে নানা নির্দেশবাণী

তিনি চারদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে উপদেশ দিতেন। [৭] পরে সেই বারোজনকে কাছে ডেকে তিনি দু'জন দু'জন করে তাঁদের প্রেরণ করতে শুরু করলেন ও তাঁদের অশুচি আত্মাদের উপরে অধিকার দিলেন; [৮] এবং এই নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন পথের জন্য লাঠি ছাড়া আর কিছু না নেন: রুটিও নয়, ঝুলিও নয়, কোমরের কাপড়ে পয়সা-কড়িও নয়; [৯] তবে তাঁদের পায়ে থাকবে জুতো, কিন্তু পরনের জন্য দু'টো জামা সঙ্গে নেবেন না। [১০] তিনি তাঁদের আরও বললেন, 'তোমরা যে কোন স্থানে যে বাড়িতে প্রবেশ কর, সেই স্থান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতে থাক। [১১] আর

যেখানে লোকে তোমাদের গ্রহণ না করে ও তোমাদের কথাও না শোনে, সেখান থেকে চলে যাওয়ার
সময়ে তাদের উদ্দেশে সাক্ষ্যস্বরূপ তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল।' [১২] তাই তাঁরা রওনা হয়ে
এমন কথা প্রচার করছিলেন যেন লোকে মনপরিবর্তন করে। [১৩] আর তাঁরা বহু অপদূত তাড়াতেন ও
অনেক পীড়িত লোককে তেল মাখিয়ে নিরাময় করতেন।

হেরোদ ও যীশু

[১৪] হেরোদ রাজা তাঁর কথা শুনতে পেয়েছিলেন, কারণ তাঁর নামের খ্যাতি তখন চারদিকে ছড়িয়ে
পড়েছিল। কেউ কেউ বলছিল, 'দীক্ষাদাতা যোহন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন আর
এজন্য পরাক্রম-কর্ম সাধন করার শক্তি তাঁর মধ্যে সক্রিয়।' [১৫] কেউ বলছিল, 'উনি এলিয়', আবার
কেউ বলছিল, 'উনি একজন নবী, নবীদের মধ্যে কোন একজনের মত।' [১৬] কিন্তু হেরোদ একথা
শুনে বললেন, 'যাঁর শিরশ্ছেদ করেছি, সেই যোহনই পুনরুত্থান করেছেন।'

দীক্ষাগুরু যোহনের মৃত্যু

[১৭] বস্তুতপক্ষে হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার কারণে নিজেই যোহনকে গ্রেপ্তার
করিয়ে কারারুদ্ধ করেছিলেন, কেননা তিনি সেই হেরোদিয়াকে বিবাহ করেছিলেন। [১৮] কারণ যোহন
হেরোদকে বলেছিলেন, 'ভাইয়ের স্ত্রীকে রাখা আপনার বিধেয় নয়।' [১৯] তাই যোহনের উপর
হেরোদিয়ার একটা আক্রোশ ছিল ও তাঁকে হত্যা করতেও চাচ্ছিল, কিন্তু পেরে উঠছিল না, [২০] কারণ
হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র মানুষ জেনে তাঁকে ভয় করছিলেন ও তাঁর উপর নজর
রাখছিলেন। তাঁর মুখের কথা শুনে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হতেন, তবু তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন।
[২১] কিন্তু এমন সুবিধার দিন এসে গেল, যখন হেরোদ নিজের জন্মদিনে নিজের যত পদস্থ সভাসদ,
সহস্রপতি ও গালিলেয়ার গণ্যমান্য লোকদের জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করলেন; [২২] তখন
হেরোদিয়ার মেয়ে ভিতরে এসে নাচ দেখিয়ে হেরোদকে ও তাঁর অতিথিদের পুলকিত করল। তাই
রাজা মেয়েটিকে বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা আমার কাছে যাচনা কর, তোমাকে তা-ই দেব।' [২৩] এবং
তিনি শপথ করে তাকে বললেন, 'অর্ধেক রাজ্য পর্যন্তও হোক, তুমি যা যাচনা করবে, তা তোমাকে
দেব।' [২৪] সে বাইরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী যাচনা করব?' সে বলল, 'দীক্ষাদাতা যোহনের
মাথা।' [২৫] সে তখনই রাজার কাছে শীঘ্রই ফিরে এসে নিজের যাচনা নিবেদন করল; বলল, 'আমার
ইচ্ছা, আপনি এখনই দীক্ষাগুরু যোহনের মাথা থালায় করে আমাকে দিন।' [২৬] এতে রাজা মনঃক্ষুণ্ন
হলেন, কিন্তু নিজের শপথের জোরে এবং উপস্থিত অতিথিদের কারণে তাকে ফিরিয়ে দিতে
চাইলেন না। [২৭] রাজা তখনই একজন সৈন্যকে পাঠিয়ে যোহনের মাথা আনতে আদেশ করলেন; সে
গিয়ে কারাগারে তাঁর শিরশ্ছেদ করল, [২৮] আর তাঁর মাথাটা একটা থালায় করে এনে মেয়েটিকে
দিল, আর মেয়েটি মাকে দিল। [২৯] এই সংবাদ পেয়ে তাঁর শিষ্যেরা এসে তাঁর দেহটিকে নিয়ে গিয়ে
একটা সমাধিমন্দিরে রাখল।

যীশু পাঁচ হাজার পুরুষলোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

[৩০] প্রেরিতদূতেরা যীশুর কাছে ফিরে এসে সমবেত হলেন: তাঁরা যা কিছু করেছিলেন ও
শিখিয়েছিলেন তা সবই তাঁকে জানালেন। [৩১] তিনি তাঁদের বললেন, 'একাকী হয়ে থাকবার জন্য

তোমরা নির্জন এক স্থানে এসে কিছুকালের মত বিশ্রাম কর।’ কারণ এত লোক আসা-যাওয়া
করছিল যে, তাঁরা খাওয়ার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। ৩২ তাই তাঁরা নৌকায় করে একটা নির্জন
স্থানে রওনা হলেন যেখানে একাকী হয়ে থাকতে পারেন, ৩৩ কিন্তু লোকেরা তাঁদের যেতে দেখল, ও
অনেকে তাঁদের চিনতেও পারল, এবং হাঁটা-পথে নানা শহর থেকে সেখানে ছুটে তাঁদের আগে এসে
পৌঁছল। ৩৪ তাই তিনি যখন নৌকা থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন;
তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন, কেননা তারা পালকবিহীন মেষপালের মত ছিল; তিনি
অনেক বিষয়ে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। ৩৫ পরে, বেশ বেলা হয়েছিল বিধায় শিষ্যেরা কাছে
এসে তাঁকে বললেন, ‘জায়গাটা নির্জন, বেলাও অনেক হয়েছে; ৩৬ এদের বিদায় দিন, যেন এরা
পল্লিতে পল্লিতে ও গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার মত কিছু কিনতে পারে।’ ৩৭ উত্তরে তিনি
তাঁদের বললেন, ‘তোমরাই এদের খেতে দাও।’ তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘আমরা গিয়ে কি দু’শো
রুপোর টাকার রুটি কিনে নিয়ে এদের খেতে দেব?’ ৩৮ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের কাছে
ক’খানা রুটি আছে? গিয়ে দেখ।’ তাঁরা জেনে নিয়ে বললেন, ‘পাঁচখানা রুটি ও দু’টো মাছ।’ ৩৯
তখন তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে বসিয়ে দিতে আদেশ করলেন। ৪০ তারা শত
শতজন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে সারি সারি বসে গেল। ৪১ আর তিনি সেই পাঁচখানা রুটি ও দু’টো
মাছ হাতে নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং সেই ক’খানা রুটি
ছিঁড়ে লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন; সেই দু’টো মাছও সকলকে ভাগ
করে দিলেন। ৪২ সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; ৪৩ আর তাঁরা বারোখানা ঝুড়ি ভরা টুকরো রুটি আর
কিছু মাছও কুড়িয়ে নিলেন। ৪৪ যারা সেই রুটি খেয়েছিল, তারা ছিল পাঁচ হাজার পুরুষ।

যীশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেন

৪৫ আর যীশু তখনই শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে আগে ওপারে
বেথ্‌সাইদায় যান; এর মধ্যে তিনি লোকদের বিদায় করে দেবেন। ৪৬ লোকদের বিদায় দেবার পর
তিনি প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে উঠলেন। ৪৭ সন্ধ্যা হলে নৌকাটা গভীর সমুদ্রে ছিল, আর
তিনি স্থলে একাই ছিলেন। ৪৮ বাতাস প্রতিকূল হওয়ায় তাঁরা নৌকা বাইতে বাইতে কষ্ট পাচ্ছেন
দে’খে, তিনি রাত যখন আনুমানিক চার প্রহর, তখন সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে
এলেন, ও তাঁদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ৪৯ তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে তাঁরা
ভাবছিলেন, ‘এ যে ভূত!’ এবং চিৎকার করতে লাগলেন; ৫০ কারণ সকলেই তাঁকে দেখে আতঙ্কিত
হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন, বললেন: ‘সাহস ধর,
আমিই আছি, ভয় করো না।’ ৫১ আর তিনি নৌকায় উঠলেই বাতাস পড়ে গেল; তাতে তাঁরা
একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ৫২ কেননা রুটির ব্যাপারটা তাঁরা বুঝতে পারেননি; হ্যাঁ, তাঁদের
হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছিল।

গেন্নেসারেতে সাধিত নানা আরোগ্য-কাজ

৫৩ পার হয়ে তাঁরা গেন্নেসারেতের তীরে এসে ভিড়লেন। ৫৪ নৌকা থেকে নেমে এলে লোকেরা
তখনই তাঁকে চিনতে পেরে ৫৫ আশেপাশের গোটা অঞ্চল জুড়ে ছুটতে লাগল, আর যীশু যেইখানে
আছেন বলে শুনতে পাচ্ছিল, সেইখানে পীড়িত লোকদের বিছানায় করে নিয়ে আসতে লাগল। ৫৬

আর গ্রামে বা শহরে বা পল্লিতে যে কোন স্থানে তিনি প্রবেশ করতেন, তারা সেখানে, খোলা জায়গায়, পীড়িতদের শুইয়ে রাখত; এবং তাঁকে তারা মিনতি করত, যেন পীড়িতেরা তাঁর পোশাকের ধারটুকুই কমপক্ষে স্পর্শ করতে পারে; আর যত লোক তা স্পর্শ করত, তারা সকলে পরিত্রাণ পেত।

ফরিসিদের পরম্পরাগত শিক্ষা

৭ তখন ফরিসিরা ও কয়েকজন শাস্ত্রী যেরুসালেম থেকে এসে তাঁর কাছে সমবেত হলেন। [২] তাঁরা
লক্ষ করলেন, তাঁর কয়েকজন শিষ্য অশুচি হাতে অর্থাৎ হাত না ধুয়ে খাবার খাচ্ছেন— [৩] ফরিসি ও
ইহুদীরা সকলে প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম পালন করায় ভাল করে হাত না ধুয়ে খেতে বসে
না; [৪] আর বাজার থেকে এলে তারা নিজের গায়ে জল না ছিটিয়ে খেতে বসে না; এবং আরও
অনেক পালনীয় নিয়ম পালন করে থাকে, যথা, ঘটিবাটি ও পেতলের বাসনপত্র ধুয়ে নেবার
রীতি— [৫] তবে সেই ফরিসিরা ও শাস্ত্রীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন আপনার শিষ্যেরা
প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম অনুসারে চলে না, কিন্তু অশুচি হাতে খেতে বসে?' [৬] আর তিনি
তাঁদের বললেন, 'ভণ্ড এই আপনাদের বিষয়ে নবী ইসাইয়া সঠিক বাণীই দিয়েছিলেন, যেমনটি
লেখা আছে:

এই জাতির মানুষেরা ওষ্ঠেই আমার সম্মান করে,
কিন্তু এদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে;

[৭] *এরা বৃথাই আমাকে উপাসনা করে,*
যে শিক্ষা দিয়ে থাকে তা মানুষের আদেশ মাত্র।

[৮] আপনারা ঈশ্বরের আজ্ঞা সরিয়ে দিয়ে মানুষের পরম্পরাগত বিধিনিয়ম ধরে রয়েছেন।' [৯] তিনি
তাঁদের আরও বললেন, 'আপনাদের পরম্পরাগত বিধি পালনের জন্য আপনারা কতই না সুন্দর
ভাবে ঈশ্বরের আজ্ঞা এড়াতে পারেন! [১০] কেননা মোশী বলেছেন, তুমি আপন পিতাকে ও আপন
মাতাকে সম্মান করবে, এবং যে কেউ তার পিতাকে বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে।
[১১] কিন্তু আপনারা বলে থাকেন, কোন মানুষ যদি পিতাকে বা মাতাকে বলে, আমার যা কিছু তোমার
সাহায্যে লাগতে পারে তা কোরবান, অর্থাৎ পবিত্রীকৃত অর্ঘ্য, [১২] আপনারা তাকে পিতার বা মাতার
জন্য আর কিছুই করতে দেন না; [১৩] এভাবে আপনারা যে পরম্পরাগত বিধিনিয়ম নিজেরা সম্প্রদান
করে আসছেন, তা দ্বারা ঈশ্বরের বাণী নিষ্ফল করছেন; আর এধরনের আরও অনেক কিছু করে
থাকেন।'

[১৪] লোকদের আবার কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমরা সকলে আমার কথা শোন ও বুঝে নাও:
[১৫] মানুষের বাইরে এমন কিছুই নেই যা তার ভিতরে গিয়ে তাকে কলুষিত করতে পারে; কিন্তু যা
কিছু মানুষ থেকে বের হয়, সেই সবই মানুষকে কলুষিত করে।' [১৬]

[১৭] আর যখন তিনি লোকদের ছেড়ে বাড়ি গেলেন, তখন তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে সেই রহস্যময়
বাণীর অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। [১৮] তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদেরও কি এখনও বোধ হয়নি? এ
কি বোঝ না যে, যা কিছু বাইরে থেকে মানুষের ভিতরে যায়, তা তাকে কলুষিত করতে পারে না?
[১৯] তা তো তাঁর হৃদয়েই প্রবেশ করে না, কিন্তু পেটে প্রবেশ করে আর শেষে মলগর্তে গিয়ে পড়ে।'

এভাবে তিনি সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যকে শুচি বলে ঘোষণা করলেন। [২০] তিনি আরও বললেন, ‘মানুষ থেকে
যা কিছু বেরিয়ে আসে, তা-ই মানুষকে কলুষিত করে। [২১] কেননা ভিতর থেকে, মানুষের হৃদয়
থেকেই যত দুরভিসন্ধি বেরিয়ে আসে: বেশ্যাগমন, চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, [২২] লোভ, দুষ্টতা,
প্রতারণা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, ঈর্ষা, পরনিন্দা, অহঙ্কার ও মতিভ্রম; [২৩] এসব দুষ্টতাই ভিতর থেকে
বেরিয়ে আসে ও মানুষকে কলুষিত করে।’

নানা আরোগ্য-কাজ

[২৪] তিনি উঠে সেই জায়গা ছেড়ে তুরস অঞ্চলের দিকে চলে গেলেন। এক বাড়িতে প্রবেশ করে
তিনি এমনটি ইচ্ছা করতেন না যে, কেউ তা জানতে পারে; কিন্তু লোকের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে
পারতেন না। [২৫] তখনই একজন স্ত্রীলোক যার একটি মেয়ে ছিল আর সেটিকে অশুচি আত্মায়
পেয়েছিল, কথাটা শুনে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। [২৬] স্ত্রীলোকটি গ্রীক, জাতিতে সিরিয়াবাসী
ফিনিশীয়। সে তাঁকে মিনতি করতে লাগল, তিনি যেন তার মেয়েটি থেকে অপদূত তাড়িয়ে দেন।
[২৭] তিনি তাকে বললেন, ‘আগে ছেলেরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হোক, কেননা ছেলেদের খাদ্য নিয়ে
কুকুরশাবকদের কাছে ফেলে দেওয়া মানায় না।’ [২৮] তাতে স্ত্রীলোকটি প্রতিবাদ করে বলল, ‘প্রভু,
টেবিলের নিচে কুকুরশাবকেরাও কিন্তু ছেলেদের খাবারের টুকরো খায়।’ [২৯] তখন তিনি তাকে
বললেন, ‘তোমার এই কথার জন্য চলে যেতে পার, অপদূতটা তোমার মেয়েকে ছেড়ে গেছে।’ [৩০]
আর বাড়ি গিয়ে সে দেখতে পেল, মেয়েটি খাটের উপরে শুয়ে আছে, ও অপদূতটা তাকে ছেড়ে চলে
গেছিল।

[৩১] তুরস অঞ্চল থেকে ফেরার সময়ে তিনি সিদোন হয়ে দেকাপলিস অঞ্চলের মধ্য দিয়ে
গালিলেয়া সাগরের কাছে এলেন। [৩২] আর লোকেরা তাঁর কাছে একজন বধির ও তোতলা মানুষকে
নিয়ে এসে তাঁকে তার উপর হাত রাখতে মিনতি করল। [৩৩] তিনি তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে একাকী
এক পাশে এনে তার দু’কানে নিজের আঙুল দিলেন, ও থুথু দিয়ে তার জিহ্বা স্পর্শ করলেন। [৩৪]
পরে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে বললেন, ‘এফফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও।’ [৩৫] তাতে
তার কান খুলে গেল, জিহ্বার জড়তা কেটে গেল, আর সে স্পষ্ট কথা বলতে লাগল। [৩৬] তিনি একথা
কাউকে জানাতে তাদের নিষেধ করলেন, কিন্তু তিনি যত নিষেধ করলেন, ততই তারা কথাটা
রটাতে থাকল। [৩৭] তাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, তারা বলছিল, ‘ইনি সবই উত্তমরূপে করেছেন,
ইনি বধিরকে শ্রবণশক্তি, ও বোবাকে বাক্‌শক্তি দান করেন।’

যীশু চার হাজার পুরুষলোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

৮ আর সেসময়, যখন আবার লোকের ভিড় হল ও তাদের কাছে খাবারের মত কিছুই ছিল না, তখন
তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, [২] ‘এই লোকদের দেখে আমার মায়া লাগে, কেননা
এরা আজ তিন দিন হল আমার সঙ্গে রয়েছে ও খাবারের মত এদের কিছু নেই; [৩] যদি আমি এদের
অনাহারে বাড়ি ফিরে পাঠাই, পথে এরা মূর্ছা পড়বে; আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ দূর থেকে
এসেছে।’ [৪] শিষ্যেরা উত্তরে তাঁকে বললেন, ‘এখানে এই প্রান্তরের মধ্যে কে কোথা থেকে রুটি দিয়ে
এই সকল লোকের ক্ষুধা মেটাতে পারবে?’ [৫] তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের কাছে
ক’খানা রুটি আছে?’ তাঁরা বললেন, ‘সাতখানা।’ [৬] তখন তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ

করলেন; এবং সেই সাতখানা রুটি হাতে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন, ও
লোকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্য তা শিষ্যদের দিলেন; আর তাঁরা তা লোকদের মধ্যে বিতরণ
করলেন। ৭ তাঁদের কাছে কয়েকটা ছোট ছোট মাছও ছিল, তিনি সেগুলির উপরে 'ধন্য' স্তুতিবাদ
উচ্চারণ করে সেগুলিও লোকদের মধ্যে বিতরণ করতে বললেন; আর তাঁরা তা লোকদের মধ্যে
বিতরণ করলেন। ৮ লোকে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাতে তাঁরা
সাতখানা ঝুড়ি তুলে নিলেন। ৯ লোকদের সংখ্যা ছিল চার হাজারের মত; ১০ তিনি তাদের বিদায়
দিলেন; এবং তখনই শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠে দাল্‌মানুথা অঞ্চলে গেলেন।

চিহ্ন দেখবার ফরিসিদের দাবি

১১ ফরিসিরা এসে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগলেন; তাঁকে যাচাই করার জন্য তাঁর কাছে স্বর্গ
থেকে কোন একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করলেন। ১২ আর তিনি আত্মায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই
প্রজন্মের মানুষ কেন একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে? আমি আপনাদের সত্যি বলছি, এই মানুষদের
কোন চিহ্ন দেখানো হবে না।' ১৩ আর তিনি তাঁদের ছেড়ে আবার নৌকায় উঠে ওপারে গেলেন।

ফরিসিদের খামির

১৪ শিষ্যেরা সঙ্গে রুটি নিতে ভুলে গেছিলেন, নৌকায় তাঁদের কাছে শুধু একখানা ছাড়া আর কোন
রুটি ছিল না। ১৫ তখন তিনি তাঁদের বললেন, 'সতর্ক হও, ফরিসিদের খামির ও হেরোদের
খামিরের ব্যাপারে সাবধান থাক।' ১৬ তখন তাঁরা একে অপরকে বলতে লাগলেন, 'আমাদের কাছে
তো রুটি নেই।' ১৭ তা জানতেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন, 'বলাবলি করে কেন বলছ, আমাদের
রুটি নেই? এখনও কি বুঝতে পার না? ব্যাপারটা ধরতে পার না? তোমাদের হৃদয় কি কঠিন হয়ে
গেছে? ১৮ চোখ থাকতে কি দেখতে পাও না? কান থাকতে কি শুনতে পাও না? মনেও পড়ে না যে
১৯ আমি যখন সেই পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচখানা রুটি ছিঁড়ে দিয়েছিলাম, তখন তোমরা
টুকরোগুলোয় ভরা কতগুলো ডালা তুলে নিয়েছিলে?' তাঁরা বললেন, 'বারোখানা।' ২০ 'আর যখন
চার হাজার লোকের মধ্যে সাতখানা রুটি ছিঁড়ে দিয়েছিলাম, তখন তোমরা টুকরোগুলোয় ভরা
কতগুলো ঝুড়ি তুলে নিয়েছিলে?' তাঁরা বললেন, 'সাতখানা।' ২১ তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা
কি এখনও বুঝতে পারছ না?'

একজন অন্ধ মানুষের সুস্থতা-লাভ

২২ তাঁরা বেথ্‌সাইদায় এসে পৌঁছলে লোকেরা তাঁর কাছে একজন অন্ধকে এনে তাঁকে মিনতি
করল, তিনি যেন তাকে স্পর্শ করেন। ২৩ সেই অন্ধের হাত ধরে তিনি তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে
গেলেন; পরে তার চোখে থুথু দিয়ে ও তার উপরে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি
কিছু দেখতে পাচ্ছ?' ২৪ সে চোখ খুলে বলল, 'মানুষ দেখতে পাচ্ছি: দেখতে তারা এমন গাছের মত
যা হেঁটে বেড়াচ্ছে।' ২৫ তখন তিনি তার চোখের উপরে আবার হাত রাখলেন; এবার সে ঠিকমত
দেখতে পেল ও সুস্থ হয়ে উঠল—সবকিছুই স্পষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে দেখতে পেল। ২৬ আর তিনি এই বলে
তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, 'এই গ্রামে আদৌ প্রবেশ করো না।'

পিতরের বিশ্বাস-স্বীকৃতি
যীশুর যন্ত্রণাভোগ—প্রথম পূর্বঘোষণা

২৭ যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা ফিলিপ-সীজারিয়া অঞ্চলের গ্রামগুলোর দিকে রওনা হলেন। পথে চলতে
চলতে তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'আমি কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' ২৮
তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তারা বলে: দীক্ষাগুরু যোহন; অন্য কেউ বলে: এলিয়; আবার অন্য কেউ
বলে: নবীদের কোন একজন।' ২৯ তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে,
এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'আপনি সেই খ্রীষ্ট।' ৩০ তখন তিনি
আজ্ঞা করলেন তাঁরা যেন তাঁর বিষয়ে কাউকে কিছুই না বলেন।

৩১ তখন তিনি তাঁদের একথা শেখাতে লাগলেন যে, মানবপুত্রকে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে,
এবং প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে,
আর তিন দিন পরে তাঁকে পুনরুত্থান করতে হবে। ৩২ একথা তিনি স্পষ্টভাবেই বললেন। এতে
পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। ৩৩ কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের
শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে পিতরকে ধমক দিলেন, বললেন, 'আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান!
কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'

আপন অনুগামীদের প্রতি যীশুর দাবি

৩৪ নিজের শিষ্যদের সঙ্গে তিনি লোকদেরও ডেকে বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে
ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। ৩৫
কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য ও
সুসমাচারের জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা বাঁচাবে। ৩৬ বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে
নিজের প্রাণ হারিয়ে ফেলে, তাতে তার কী লাভ হবে? ৩৭ কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কী
দিতে পারবে? ৩৮ কেননা যে কেউ এই প্রজন্মের ব্যভিচারী ও পাপিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে আমার ও
আমার বাণীর বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, মানবপুত্র যখন পবিত্র দূতবাহিনীর সঙ্গে নিজের পিতার
গৌরবে আসবেন, তখন তার বিষয়ে লজ্জাবোধ করবেন।'
৯ এবং তিনি তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাদের
মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা ঈশ্বরের রাজ্য সপরাক্রমে আসতে না দেখা পর্যন্ত কোনমতে
মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।'

যীশুর দিব্য রূপান্তর

২ ছ' দিন পর, কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যীশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে
থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত
হলেন: ৩ তাঁর পোশাক উজ্জ্বল ও অধিক নির্মল হয়ে উঠল, পৃথিবীতে কোন রজক তা এত নির্মল
করতে পারে না। ৪ আর এলিয় ও মোশী তাঁদের দেখা দিলেন: তাঁরা যীশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ৫
তখন পিতর যীশুকে বললেন, 'রাব্বি, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি
করি, আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' ৬ কারণ কী বলতে হবে,
তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, যেহেতু তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। ৭ তখন একটি মেঘ

এসে নিজের ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ইনি
আমার প্রিয়তম পুত্র; তাঁর কথা শোন।' ৮ পরে তাঁরা হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে তাঁদের সঙ্গে আর
কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল যীশুকেই দেখলেন।
৯ পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদের কড়া আদেশ দিলেন: তাঁরা যা দেখেছিলেন, তা যেন
কাউকেই না বলেন, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন। ১০ তাঁরা আদেশটা
মেনে নিলেন, তবু 'মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান' কথাটার অর্থ নিয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা
করতে লাগলেন; ১১ তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে শাস্ত্রীরা কেন একথা বলেন যে, আগে
এলিয়কে আসতে হবে?' ১২ তিনি তাঁদের বললেন, 'এলিয় আগে এসে সবকিছুই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত
করবেন বটে; অথচ মানবপুত্র বিষয়ে কেনই বা একথা লেখা আছে যে, তাঁকে বহু যন্ত্রণা ভোগ
করতে হবে ও অবজ্ঞাতও হতে হবে? ১৩ আচ্ছা, আমি তোমাদের বলছি, এলিয় এসেই গেছেন আর
লোকেরা তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল, যেমনটি তাঁর বিষয়ে লেখা আছে।'

বোবা আত্মাগ্রস্ত ছেলের সুস্থতা-লাভ

১৪ তাঁরা শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তাঁদের চারদিকে বহু লোকের ভিড় জমেছে, আর শাস্ত্রীরা
তাঁদের সঙ্গে তর্ক করছেন। ১৫ তাঁকে দেখামাত্র সমস্ত লোক অবাক হল ও তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে
তাঁকে অভিনন্দন জানাল। ১৬ তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাঁদের সঙ্গে তোমাদের কোন্ বিষয়ে
তর্ক হচ্ছে?' ১৭ ভিড়ের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিল, 'গুরু, আমার ছেলেকে আপনার কাছে নিয়ে
এলাম, তাকে বোবা আত্মায় পেয়েছে; ১৮ আর সেটা তাকে যেখানে ধরে, সেইখানে আছাড় মারে;
তখন তার মুখে ফেনা ওঠে আর সে দাঁতে দাঁত ঘষে ও তার শরীর শক্ত হয়ে যায়। আমি আপনার
শিষ্যদের সেই আত্মাকে তাড়াতে বললাম, কিন্তু তাঁদের তেমন শক্তি হল না।' ১৯ তিনি এ বলে
তাদের উত্তর দিলেন, 'হে অবিশ্বাসী প্রজন্মের মানুষেরা, আমি আর কত দিন তোমাদের মধ্যে
থাকব? আর কত দিন তোমাদের সহ্য করব? তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' ২০ তারা
তাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল; তাঁকে দেখামাত্র সেই আত্মা তাকে তীব্রভাবে মুচড়িয়ে ধরল, আর সে
মাটিতে পড়ে ফেনা তুলে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ২১ তখন তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'এর এমন অবস্থা কতদিন ধরে চলছে?' সে বলল, 'ছেলেবেলা থেকে; ২২ আর সেই আত্মা একে
মেরে ফেলার জন্য বহুবার জলে ফেলে দিয়েছে; কিন্তু আপনি যদি কিছু না কিছু করতে পারেন,
তবে আমাদের প্রতি দয়া করে সাহায্য করুন।' ২৩ যীশু তাকে বললেন, 'যদি পারেন! বিশ্বাসীর
পক্ষে সবই সাধ্য।' ২৪ তখনই ছেলেটির পিতা জোর গলায় বলে উঠল, 'বিশ্বাস করি: আমার
অবিশ্বাসে আমাকে সাহায্য করুন।' ২৫ তখন লোকের ভিড় একসঙ্গে ছুটে আসছে দেখে যীশু সেই
অশুচি আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'হে বধির বোবা আত্মা, আমিই তোমাকে আদেশ করছি, একে
ছেড়ে বের হও, আর কখনও এর মধ্যে প্রবেশ করো না।' ২৬ তখন সেই আত্মা তাকে তীব্র ঝাঁকুনি
দিয়ে চিৎকার করে বেরিয়ে গেল; আর ছেলেটি মরার মত অবস্থায় পড়ল, এমনকি বেশির ভাগ
লোক বলল, 'সে মারা গেছে।' ২৭ কিন্তু যীশু তার হাত ধরে তাকে তুললে সে উঠে দাঁড়াতে পারল।
২৮ আর তিনি বাড়ি এলে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে আড়ালে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কেন তা তাড়াতে
পারলাম না?' ২৯ তিনি তাঁদের বললেন, 'প্রার্থনা ছাড়া অন্য উপায়ে এই ধরনের অশুচি আত্মাকে

তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।’

যীশুর যন্ত্রণাভোগ—দ্বিতীয় পূর্বঘোষণা

৩০ সেখান থেকে চলে গিয়ে তাঁরা গালিলেয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন, আর তাঁর ইচ্ছা ছিল না
যে, কেউ তা জানতে পারে। ৩১ কেননা তিনি নিজের শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন; তাঁদের
বলছিলেন, ‘মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তিনি
নিহত হলে পর তিন দিন পরে পুনরুত্থান করবেন।’ ৩২ তাঁরা কিন্তু সেকথা বুঝলেন না, এবং তাঁকে
জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করলেন।

নানা প্রসঙ্গে যীশুর বাণী

৩৩ তাঁরা কাফার্নাউমে এলেন; আর বাড়ি আসার পর তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পথে
তোমাদের মধ্যে কোন্ বিষয়ে তর্কাতর্কি হচ্ছিল?’ ৩৪ তাঁরা চুপ করে রইলেন, কারণ কে বড়, পথে
নিজেদের মধ্যে এবিষয়েই বলাবলি করেছিলেন। ৩৫ তাই তিনি বসে সেই বারোজনকে ডেকে
বললেন, ‘কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।’ ৩৬
তখন তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন ও তাকে কোলে তুলে তাঁদের
বললেন, ৩৭ ‘যে কেউ এর মত কোন শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে;
এবং যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, তাঁকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ
করেছেন।’

৩৮ যোহন তাঁকে বললেন, ‘গুরু, আমরা একজনকে আপনার নামে অপদূত তাড়াতে দেখেছিলাম,
আর তাকে বারণ করতে চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুগামী নয়।’ ৩৯ কিন্তু যীশু
বললেন, ‘তাকে বারণ করো না, কারণ এমন কেউ নেই যে আমার নামে একটা পরাক্রম-কর্ম সাধন
করে সহজে আমার নিন্দা করতে পারে। ৪০ যে আমাদের বিপক্ষে নয়, সে আমাদের সপক্ষে। ৪১
বাস্তবিকই যে কেউ তোমাদের খ্রীষ্টের লোক বলে এক ঘটি জল খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।

৪২ আর এই যে ক্ষুদ্রজনেরা বিশ্বাস করে, যে কেউ তাদের একজনের পদস্খলন ঘটায়, তার গলায়
জাঁতাকলের বড় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল। ৪৩ তোমার হাত
যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু’টো হাত নিয়ে নরকে, সেই অনির্বাণ
আগুনে যাওয়ার চেয়ে নুলো হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। [৪৪] ৪৫ আর
তোমার পা যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা কেটে ফেল; দু’টো পা নিয়ে নরকে
নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। [৪৬] ৪৭ আর
তোমার চোখ যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে ফেল; দু’টো চোখ নিয়ে নরকে
নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল: ৪৮
নরকেই তো *লোকদের কীট মরে না, আর আগুনও কখনও নিভে যায় না।* ৪৯ বস্তুত প্রত্যেক
মানুষকে অগ্নিময় লবণে লবণাক্ত করা হবে। ৫০ লবণ তো ভাল, কিন্তু লবণ যদি লবণের গুণ হারিয়ে
ফেলে, তবে তোমরা কি করেই বা তার স্বাদ ফিরিয়ে দেবে? তোমরা নিজ নিজ অন্তরে লবণ রাখ,
এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তি বজায় রাখ।’

বিবাহ-বন্ধন সম্বন্ধে শিক্ষা

১০ সেখান থেকে উঠে তিনি যুদার অঞ্চলে ও যর্দনের ওপারে এলেন; আর তাঁর কাছে আবার
লোকের ভিড় জমতে লাগল, এবং তিনি তাঁর অভ্যাসমত আবার তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন। ২
কয়েকজন ফরিসিরা কাছে এসে তাঁকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পুরুষের পক্ষে কি
স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়?’ ৩ তিনি এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, ‘মোশী আপনাদের কী আদেশ
দিয়েছেন?’ ৪ তাঁরা বললেন, ‘মোশী ত্যাগপত্র লিখতে ও নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করতে অনুমতি
দিয়েছেন।’ ৫ যীশু তাঁদের বললেন, ‘আপনাদের হৃদয় কঠিন ছিল বলেই তিনি এই বিধি
লিখেছিলেন, ৬ কিন্তু সৃষ্টির আদি থেকে *ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন,* ৭ *এই কারণে
মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে,* ৮ *এবং সেই দু'জন একদেহ
হবে;* সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ। ৯ অতএব ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা
যেন বিযুক্ত না করে।’ ১০ পরে শিষ্যেরা বাড়িতে আবার সেই বিষয়ে তাঁর কাছে নানা প্রশ্ন রাখলেন।
১১ তিনি তাঁদের বললেন, ‘যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিবাহ করে, সে তার
বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; ১২ এবং কোন স্ত্রীলোক যদি নিজের স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে
বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।’

যীশু এবং শিশুরা

১৩ তখন কয়েকটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা তাদের
ভর্ৎসনা করছিলেন, ১৪ কিন্তু যীশু তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন, ও তাঁদের বললেন, ‘শিশুদের আমার
কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না, কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই। ১৫
আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ শিশুরই মত ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে তার মধ্যে
কখনও প্রবেশ করতে পারবে না।’ ১৬ আর তিনি তাদের কোলে তুললেন, তাদের উপর হাত
রাখলেন ও আশীর্বাদ করলেন।

যীশুর অনুসরণ ও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য ধন বাধাস্বরূপ

১৭ তিনি বেরিয়ে পড়ে পথে চলতে উদ্যত হচ্ছেন, সেসময় একজন লোক ছুটে এসে তাঁর সামনে
হাঁটু পেতে এই প্রশ্ন রাখল, ‘মঙ্গলময় গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী
করতে হবে?’ ১৮ যীশু তাকে বললেন, ‘আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময়
কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর। ১৯ তুমি তো আজ্ঞাগুলো জান, *নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি
করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না,* প্রতারণা করবে না, *তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।’* ২০
লোকটি বলল, ‘গুরু, ছেলেবেলা থেকেই আমি এই সমস্ত পালন করে আসছি।’ ২১ যীশু তার উপর
দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে ভালবাসলেন, এবং বললেন, ‘তোমার একটা বিষয় বাকি আছে: যাও,
তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার
অনুসরণ কর।’ ২২ কিন্তু একথায় বিষণ্ন হয়ে সে মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি
ছিল।

২৩ তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে নিজ শিষ্যদের বললেন, ‘যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে
ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!’ ২৪ তাঁর কথায় শিষ্যেরা অবাক হলেন, কিন্তু যীশু তাঁদের

আবার বললেন, 'বৎসেরা, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! ২৫ ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে
প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।' ২৬ তেমন কথা শুনে
তাঁরা অধিক বিস্ময়বিহ্বল হলেন; তাঁরা বললেন, 'তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?' ২৭
তাঁদের দিকে তাকিয়ে যীশু তাঁদের বললেন, 'তা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে
অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য।'
২৮ তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, 'দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ
করেছি।' ২৯ যীশু বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য ও
সুসমাচারের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি মাতা, কি পিতা, কি ছেলেমেয়ে, কি জমিজমা ত্যাগ
করলে ৩০ এখন, ইহকালেই, তার একশ' গুণ পাবে না; সে বাড়ি, ভাই, বোন, মাতা, পিতা, ছেলে
ও জমিজমা পাবে—নির্যাতনের সঙ্গেই এসব পাবে, আর পরকালে অনন্ত জীবন পাবে। ৩১ যারা
সবার আগে রয়েছে, তাদের অনেকে শেষে পড়বে; এবং যারা সবার শেষে রয়েছে, তারা সবার
আগে দাঁড়াবে।'

যীশুর যন্ত্রণাভোগ—তৃতীয় পূর্বঘোষণা

৩২ তাঁরা পথে ছিলেন, যেরুসালেমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন: যীশু তাঁদের আগে আগেই
চলছিলেন আর তাঁরা স্তম্ভিত ছিলেন; এবং যাঁরা পিছু পিছু চলছিলেন তাঁরা ভয়ে অভিভূত ছিলেন।
সেই বারোজনকে আবার আড়ালে নিয়ে গিয়ে তিনি নিজের প্রতি যা কিছু শীঘ্রই ঘটবে, তা তাঁদের
বলতে লাগলেন: ৩৩ 'দেখ, আমরা যেরুসালেমে যাচ্ছি, আর মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও
শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তাঁরা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন ও বিজাতীয়দের হাতে
তুলে দেবেন। ৩৪ তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে কশাঘাত করবে ও হত্যা
করবে; আর তিন দিন পরে তিনি পুনরুত্থান করবেন।'

উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা ও ভ্রাতৃসেবা

৩৫ তখন জেবেদের দুই ছেলে, যাকোব ও যোহন, তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'গুরু, আমরা
চাই যে, আপনার কাছে যা যাচনা করব, আপনি তা আমাদের জন্য করবেন।' ৩৬ তিনি তাঁদের
বললেন, 'তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য আমি কী করব?' ৩৭ তাঁরা বললেন, 'এমনটি করুন,
যেন আপনার গৌরবে আমরা একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে
পারি।' ৩৮ যীশু তাঁদের বললেন, 'তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করি,
তাতে কি তোমরা পান করতে পার? আর আমি যে দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হই, তাতে তোমরা দীক্ষিত
হতে পার?' ৩৯ তাঁরা বললেন, 'পারি।' যীশু তাঁদের বললেন, 'আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে
তোমরা পান করবে বটে; আর আমি যে দীক্ষাস্নানে দীক্ষিত হই, তাতে তোমরাও দীক্ষিত হবে; ৪০
কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন
আসন বরং তাদেরই হবে, যাদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।'
৪১ একথা শুনে অন্য দশজন যাকোব ও যোহনের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। ৪২ কিন্তু যীশু তাঁদের কাছে
ডেকে বললেন, 'তোমরা তো জান, বিজাতীয়দের মধ্যে যারা শাসক বলে গণ্য, তারা তাদের উপর
প্রভুত্ব করে, এবং তাদের মধ্যে যারা বড়, তারা তাদের উপর কর্তৃত্ব চালায়। ৪৩ তোমাদের মধ্যে

তেমনটি হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে
হবে, ৪৪ আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে সকলের দাস; ৪৫ কারণ
মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের
প্রাণ দিতে।'

একজন অন্ধ মানুষের সুস্থতা-লাভ

৪৬ তাঁরা যেরিখোতে এসে পৌঁছলেন; তিনি যখন নিজের শিষ্যদের ও বহুলোকের সঙ্গে যেরিখো
ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিমেয়ের ছেলে অন্ধ বার্তিমেয় পথের ধারে ভিক্ষা করছিল। ৪৭ সে
যখন শুনতে পেল, তিনি নাজারেথের যীশু, তখন চিৎকার করে বলতে লাগল, 'যীশু, দাউদসন্তান,
আমার প্রতি দয়া করুন।' ৪৮ তখন অনেকে ধমক দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও
জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।' ৪৯ যীশু থেমে বললেন,
'তাকে ডাক।' তাই লোকে সেই অন্ধকে ডেকে বলল, 'সাহস কর, ওঠ, উনি তোমাকে ডাকছেন।'
৫০ তখন সে চাদর ফেলে লাফ দিয়ে উঠে যীশুর কাছে গেল। ৫১ যীশু তাকে বললেন, 'তুমি কী চাও?
আমি তোমার জন্য কী করব?' অন্ধটি তাঁকে বলল, 'রাব্বুনি, আমি যেন চোখে দেখতে পাই!' ৫২
যীশু তাকে বললেন, 'যাও, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন করেছে।' আর তখনই সে চোখে
দেখতে পেল, ও তাঁর অনুসরণে পথ চলতে লাগল।

যেরুসালেমে মসীহের প্রবেশ

১১ পরে যেরুসালেমের কাছাকাছি এসে তাঁরা যখন জৈতুন পর্বতে বেথ্‌ফাগে ও বেথানিয়া গ্রামে
এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন; ২ তাঁদের
বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; সেখানে প্রবেশ করামাত্র দেখতে পাবে, একটা গাধা
বাঁধা আছে যার উপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; তার বাঁধন খুলে নিয়ে এসো। ৩ আর যদি কেউ
তোমাদের বলে, তোমরা এ করছ কেন? তোমরা বলবে, প্রভুর এর দরকার আছে; কিন্তু শীঘ্রই
এটাকে এখানে ফিরিয়ে পাঠাবেন।' ৪ তাঁরা গিয়ে দেখতে পেলেন, একটা গাধার বাচ্চা একটা
দরজার কাছে, রাস্তার উপরেই, বাঁধা রয়েছে, তখন তার বাঁধন খুলতে লাগলেন। ৫ সেখানে দাঁড়িয়ে
থাকা লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'গাধার বাচ্চার বাঁধন খুলে কি করছ?' ৬ তখন যীশু যেমন
বলেছিলেন, তাঁরা তাদের সেইমত বললেন, আর তারা তাঁদের বাচ্চাটা নিয়ে যেতে দিল। ৭ পরে
যীশুর কাছে গাধার বাচ্চাটাকে এনে তার পিঠের উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিলেন, আর তিনি
তার উপরে আসন নিলেন। ৮ তখন অনেকে নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিল, ও অন্যান্য লোক
মাঠ থেকে ডালপালা কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। ৯ যে সকল লোক আগে আগে চলছিল আর যারা পিছু
পিছু আসছিল, তারা চিৎকার করে বলছিল: '*হোসান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য;* ১০
ধন্য আমাদের পিতা দাউদের আসন্ন রাজ্য; ঊর্ধ্বলোকে *হোসান্না!*' ১১ আর তিনি যেরুসালেমে
প্রবেশ করে মন্দিরে গেলেন, আর চারদিকে তাকিয়ে সবই দে'খে, বেলা পড়ে এসেছে বিধায়
বারোজনের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে বেথানিয়ায় চলে গেলেন।

১২ পরদিন তাঁরা বেথানিয়া ছেড়ে চলে আসার সময়ে তাঁর ক্ষুধা পেল; ১৩ তিনি দূর থেকে পাতায়
ভরা এক ডুমুরগাছ দে'খে, তা থেকে কিছু ফল পাওয়া যায় কিনা তা দেখবার জন্য কাছাকাছি

গেলেন; কিন্তু কাছে গিয়ে পাতা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না; কেননা তখন ডুমুরফলের সময় ছিল
না। ১৪ তিনি গাছটাকে বললেন, 'কেউই যেন তোমার ফল আর কখনও না খেতে পারে।' কথাটা
শিষ্যেরা শুনতে পেলেন।

মন্দির থেকে ব্যাপারীদের বিতাড়ন

১৫ পরে তাঁরা যেরুসালেমে এসে পৌঁছলেন; তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে, যারা তার মধ্যে
কেনা-বেচা করছিল তাদের বের করে দিতে লাগলেন, এবং পোদ্দারদের টেবিল ও যারা ঘুঘু বিক্রি
করছিল, তাদের আসন উল্টিয়ে ফেললেন। ১৬ আর মন্দিরের মধ্য দিয়ে কাউকে কোন কিছুই বয়ে
নিয়ে যেতে দিলেন না। ১৭ এবং তিনি উপদেশ দিয়ে তাদের বললেন, 'একথা কি লেখা নেই, *আমার
গৃহ প্রার্থনা-গৃহ বলে অভিহিত হবে?* কিন্তু তোমরা তা *দস্যুদের আস্তানা* করেছ।' ১৮ একথা শুনে
প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা কীভাবে তাঁকে ধ্বংস করবেন তারই চেষ্টা করতে লাগলেন; বাস্তবিকই
তাঁরা তাঁকে ভয় করতেন, কারণ সমস্ত লোক তাঁর উপদেশে বিস্ময়মগ্ন হয়ে যেত। ১৯ আর সন্ধ্যা
হলে তাঁরা শহরের বাইরে গেলেন।

বিশ্বাস ও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা

২০ সকালে তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন, সেই ডুমুরগাছ সমূলে শুকিয়ে গেছে। ২১ পিতর আগের
ঘটনা স্মরণ করে তাঁকে বললেন, 'রাব্বি, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন,
তা শুকিয়ে গেছে।' ২২ যীশু উত্তরে তাঁদের বললেন, 'ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। ২৩ আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, যে কেউ এই পর্বতকে বলে, উপড়ে যাও ও সমুদ্রে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হও, এবং মনে মনে সন্দেহ
না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, সে যা বলে তা ঘটবেই, তবে তার জন্য তা-ই হবে। ২৪ এইজন্য
আমি তোমাদের বলি, তোমরা যা কিছু প্রার্থনা ও যাচনা কর, বিশ্বাস কর যে, ইতিমধ্যে তা পেয়ে
গেছ; তবে তোমাদের জন্য তা-ই হবে। ২৫ আর যখন তোমরা দাঁড়িয়ে প্রার্থনা কর, যদি কারও
বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর, যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের
নিজেদের দোষত্রুটি ক্ষমা করেন।' [২৬]

যীশুর অধিকার প্রসঙ্গ ও সেবিষয়ে একটা উপমা-কাহিনী

২৭ তাঁরা আবার যেরুসালেমে এলেন; তিনি মন্দিরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন, সেসময়ে প্রধান
যাজকেরা, শাস্ত্রীরা ও প্রবীণেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, ২৮ 'আপনি কোন্ অধিকারেই এই সমস্ত
কিছু করছেন? এই সমস্ত কিছু করতে কেইবা আপনাকে তেমন অধিকার দিয়েছে?' ২৯ যীশু তাঁদের
বললেন, 'আমি আপনাদের কাছে একটামাত্র প্রশ্ন রাখব; আপনারা আমাকে উত্তর দিলে তবে আমি
আপনাদের বলব কোন্ অধিকারে এই সমস্ত কিছু করছি। ৩০ যোহনের দীক্ষাস্নান স্বর্গ থেকে না মানুষ
থেকে আসছিল? আমাকে উত্তর দিন।' ৩১ তাঁরা নিজেদের মধ্যে এভাবে বলাবলি করে বলছিলেন,
'যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে ইনি বলবেন, তবে আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করেননি কেন? ৩২ তবে
আমরা কি একথা বলব যে, মানুষ থেকে?' তাঁরা তো জনগণকে ভয় পেতেন, কারণ সকলে
যোহনকে নবী বলে মানত। ৩৩ তাই তাঁরা এই বলে যীশুকে উত্তর দিলেন, 'আমরা জানি না।' তখন
যীশু তাঁদের বললেন, 'তবে আমিও যে কোন্ অধিকারে এই সমস্ত কিছু করছি তা আপনাদের বলব

না।’

১২ তিনি উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছে কথা বলতে লাগলেন: ‘একজন লোক
আঙুরখেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, ও তার মধ্যে আঙুর পেষাইয়ের জন্য গর্ত কেটে
নিলেন ও একটা উচ্চ ঘরও গাঁথলেন; পরে তা কৃষকদের কাছে ইজারা দিয়ে অন্য দেশে চলে
গেলেন। [২] কৃষকদের কাছে আঙুরখেতের ফলের অংশ সংগ্রহ করার জন্য তিনি উপযুক্ত সময়ে
তাদের কাছে এক কর্মচারীকে প্রেরণ করলেন। [৩] তারা তাকে ধরে মারধর করে খালি হাতেই বিদায়
করে দিল। [৪] আবার তিনি তাদের কাছে আর এক কর্মচারীকে প্রেরণ করলেন; তারা তার মাথা
ভেঙে দিল ও অপমান করল। [৫] পরে তিনি আর একজনকে প্রেরণ করলেন; তারা তাকে হত্যা
করল; পরে আরও আরও অনেককে তিনি প্রেরণ করলেন; তাদের কাউকে তারা পাথর মারল,
আর কাউকে হত্যা করল। [৬] তাঁর তখনও একজন ছিলেন, তাঁর প্রিয়তম পুত্র; সবার শেষে তিনি
তাদের কাছে তাঁকেই প্রেরণ করলেন; ভাবছিলেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান দেখাবে। [৭] কিন্তু সেই
কৃষকেরা একে অপরকে বলল, এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করি, তাহলে
উত্তরাধিকার আমাদেরই হবে। [৮] তাই তারা তাঁকে ধরে হত্যা করল ও আঙুরখেতের বাইরে ফেলে
দিল। [৯] আচ্ছা, আঙুরখেতের প্রভু কি করবেন? তিনি নিজে এসে সেই কৃষকদের ধ্বংস করবেন ও
সেই খেত অন্য কৃষকদের কাছে দেবেন। [১০] আপনারা কি এই শাস্ত্রবচনও পড়েননি,

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটা প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর;

[১১] *এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,*
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়!’

[১২] আর তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইলেন, কারণ বুঝেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরই লক্ষ করে
সেই উপমা-কাহিনী বলেছিলেন, কিন্তু লোকদের ভয় পেতেন; তাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন।

সীজারকে কর দান

[১৩] পরে তাঁরা কয়েকজন ফরিসি ও হেরোদের সমর্থককে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যেন তারা
তাঁকে তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ফেলতে পারে। [১৪] তারা এসে তাঁকে বলল, ‘গুরু, আমরা জানি,
আপনি সত্যাশ্রয়ী ও কারও সামনে ভয় পান না কেননা আপনি মানুষের চেহারার দিকে তাকান না,
কিন্তু সত্য অনুসারে ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। সীজারকে কর দেওয়া বিধেয় না কি? আমরা
দেব, না দেব না?’ [১৫] কিন্তু তাদের শঠতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় তিনি বললেন, ‘আমাকে
যাচাই করছ কেন? একটা রুপোর টাকা এনে দাও; আমি একটু দেখতে চাই।’ [১৬] তারা একটা
রুপোর টাকা এনে দিল। তিনি তাদের বললেন, ‘এই প্রতিকৃতি ও এই নাম কার্?’ তারা বলল,
‘সীজারের।’ [১৭] যীশু তাদের বললেন, ‘তবে সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা, তা
ঈশ্বরকে দাও।’ আর তারা তাঁর বিষয়ে অবাক হল।

মৃতদের পুনরুত্থান

১৮ পরে কয়েকজন সাদুকি তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁদের মতে পুনরুত্থান নেই। তাঁরা তাঁর
কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, ১৯ ‘গুরু, মোশী আমাদের জন্য লিখেছেন, *কারও ভাই যদি স্ত্রী রেখে*
নিঃসন্তান হয়ে মরে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন
করবে। ২০ আচ্ছা, সাত ভাই ছিল: বড় ভাই একটি স্ত্রী নিল, পরে বংশধর না রেখে মারা গেল। ২১
পরে দ্বিতীয় ভাই তাকে গ্রহণ করল, কিন্তু সেও বংশধর না রেখে মারা গেল। তৃতীয় ভাইও একই
রকম; ২২ এভাবে সাত ভাই কোন বংশধর রেখে যায়নি; সবার শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল। ২৩
পুনরুত্থানের সময়ে যখন তারা পুনরুত্থান করবে, তখন তাদের মধ্যে সে কার্ স্ত্রী হবে? তারা
সাতজনেই তো তাকে বিবাহ করেছিল।’

২৪ যীশু তাঁদের বললেন, ‘শাস্ত্রও জানেন না ও ঈশ্বরের পরাক্রমও জানেন না বিধায় আপনারা কি
নিজেদের ভোলাচ্ছেন না? ২৫ কেননা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলে পর কেউ বিবাহও করে
না, কারও বিবাহও দেওয়া হয় না, বরং স্বর্গে সকলে ঈশ্বরের দূতদের মত। ২৬ কিন্তু মৃতেরা যে
পুনরুত্থান করে, এবিষয়ে মোশীর পুস্তকে ঝোপের কাহিনীতে ঈশ্বর তাঁকে কেমন কথা বলেছিলেন,
তা কি আপনারা পড়েননি? তিনি তো বলেছিলেন, *আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসায়াকের ঈশ্বর ও*
যাকোবের ঈশ্বর; ২৭ তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর। আপনারা বড়ই ভ্রান্তিতে
পড়ে আছেন!’

শাস্ত্র সম্বন্ধে যীশুর নানা উক্তি

২৮ পরে শাস্ত্রীদের একজন কাছে এলেন; তিনি তাঁদের আলোচনা করতে শুনেছিলেন, লক্ষও
করেছিলেন যীশু কেমন সুন্দরভাবেই তাঁদের উত্তর দিয়েছিলেন; তিনি তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন,
‘সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টা প্রথম?’ ২৯ তিনি তাঁকে বললেন, ‘প্রথমটা এই: *হে ইস্রায়েল, শোন;*
আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু; ৩০ *আর তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে,*
তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে; ৩১ আর
দ্বিতীয়টা এ: *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।* এই আজ্ঞা দু’টোর চেয়ে বড় আর
কোন আজ্ঞা নেই।’ ৩২ সেই শাস্ত্রী তাঁকে বললেন, ‘ঠিক কথা, গুরু, আপনি যা বলেছেন তা সত্য:
তিনি এক, এবং তিনি ছাড়া অন্য দেবতা নেই; ৩৩ তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও
সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের
চেয়ে শ্রেষ্ঠ।’ ৩৪ তিনি সুবিবেচিত উত্তর দিয়েছেন দেখে যীশু তাঁকে বললেন, ‘ঈশ্বরের রাজ্য থেকে
আপনি দূরে নন।’ এরপরে তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন রাখার সাহস আর কারও হল না।

৩৫ মন্দিরে উপদেশ দানকালে যীশু কথা প্রসঙ্গে বললেন, ‘শাস্ত্রীরা কেমন করে বলতে পারেন যে,
খ্রীষ্ট দাউদের সন্তান? ৩৬ দাউদ নিজেই তো পবিত্র আত্মার আবেশে একথা বলেছেন,

প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের
আমি করি তোমার পাদপীঠ।

৩৭ দাউদ নিজেই তাঁকে প্রভু বলেন, তবে নিজে কীভাবেই বা তাঁর সন্তান হতে পারেন?’ আর
সেই বহুলোকের ভিড় আনন্দের সঙ্গেই তাঁর কথা শুনছিল।

শাস্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান বাণী

৩৮ উপদেশ দানকালে তিনি তাদের বললেন, ‘শাস্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান: তাঁরা লম্বা লম্বা
পোশাকে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন, হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন, ৩৯ সমাজগৃহে প্রধান আসন
ও ভোজসভায় প্রধান স্থান পেতে ভালবাসেন। ৪০ তাঁরা বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করেন, আর
ভান করে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন—তাঁরা বিচারে গুরুতর শাস্তি পাবেন।’

দরিদ্র বিধবার অর্থদান

৪১ কোষাগারের সামনে বসে তিনি লক্ষ করছিলেন, লোকে বাক্সে কীভাবে টাকাপয়সা দিয়ে
যাচ্ছে; অনেক ধনী লোক তার মধ্যে যথেষ্ট টাকা ফেলে যাচ্ছিল। ৪২ পরে গরিব একটি বিধবা এসে
দু’টো ক্ষুদ্র মুদ্রা বাক্সে ফেলল যার মূল্য দশ পয়সার মত। ৪৩ তখন তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে
ডেকে বললেন, ‘আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের সকলের চেয়ে এই গরিব বিধবাই বেশি
দিল; ৪৪ কেননা অন্য সকলে নিজ নিজ বাড়তি ধন থেকে কিছু কিছু দিয়েছে, কিন্তু সে নিজের চরম
দরিদ্রতায় তার যা কিছু ছিল, তার জীবন সর্বস্বই দিয়ে দিল।’

মানবপুত্রের পুনরাগমন ও তার নানা লক্ষণ

১৩ মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে তাঁর শিষ্যদের একজন তাঁকে বললেন, ‘গুরু, দেখুন, কেমন
পাথর ও কেমন নির্মাণকাজ!’ ২ যীশু তাঁকে বললেন, ‘তুমি কি এই সমস্ত বড় বড় নির্মাণকাজ
দেখতে পাচ্ছ? এর একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না—সবই ভূমিসাৎ হবে।’
৩ পরে তিনি যখন জৈতুন পর্বতে মন্দিরের উল্টো দিকে বসে ছিলেন, তখন পিতর, যাকোব,
যোহন ও আন্দ্রিয় সকলের আড়ালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ৪ ‘আমাদের বলে দিন, এই সমস্ত
ঘটনা কবে ঘটবে? আর এই সবকিছুর শেষ পরিণাম যে কাছে এসে গেছে তার লক্ষণ কী?’
৫ যীশু তাঁদের বলতে লাগলেন, ‘দেখ, কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়, ৬ কেননা আমার নাম
নিয়ে অনেকে এসে বলবে, আমিই সে-ই, আর তারা অনেককে ভোলাবে। ৭ যখন তোমরা নানা
যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে, তখন চিন্তিত হয়ো না; এই সমস্ত অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু
তখনই তা শেষ নয়; ৮ কারণ জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে; নানা
জায়গায় ভূমিকম্প দেখা দেবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে: এইসব প্রসবযন্ত্রণার সূত্রপাতমাত্র।
৯ তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে সাবধান! লোকে তোমাদের বিচারসভায় তুলে দেবে ও সমাজগৃহে
তোমাদের কশাঘাত করা হবে; আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের দাঁড়াতে
হবে, যেন তাদের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ১০ কিন্তু এর আগে সকল জাতির কাছে
সুসমাচার প্রচারিত হতেই হবে। ১১ আর লোকেরা যখন তোমাদের নিয়ে গিয়ে তুলে দেবে, তখন
তোমরা কী বলবে, তা নিয়ে আগে থেকে চিন্তিত হয়ো না; বরং সেই ক্ষণে যে কথা তোমাদের
দেওয়া হবে, তা-ই বলবে—বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, পবিত্র আত্মাই কথা বলবেন।
১২ তখন ভাই ভাইকে ও পিতা ছেলেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে; আবার, ছেলেরা মাতাপিতার

বিপক্ষে উঠে তাঁদের হত্যা করাবে। ১৩ আর আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র;
কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে।

১৪ যখন তোমরা দেখবে, *সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু* যেখানে দাঁড়াবার নয় সেইখানে দাঁড়িয়ে
আছে—পাঠক ব্যাপারটা বুঝে নিক!—তখন যারা যুদেয়ায় থাকে, তারা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে
যাক; ১৫ যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে ঘর থেকে জিনিসপত্র জড় করার জন্য নিচে না নেমে
আসুক ও তার মধ্যে প্রবেশ না করুক; ১৬ আর যে কেউ মাঠে থাকে, সে পোশাক নেবার জন্য
পিছনে না ফিরে যাক। ১৭ হায় সেই মায়েরা, যারা সেই দিনগুলিতে গর্ভবতী ও যাদের বুকে দুধের
শিশু থাকবে! ১৮ প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের এই সমস্ত কিছু শীতকালে না ঘটে, ১৯ কেননা সেসময়ে
এমন *ক্লেশ দেখা দেবে, যা ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগতের আদি থেকে এ পর্যন্ত কখনও হয়নি*, কখনও
হবেও না। ২০ এবং প্রভু যদি সেই দিনগুলোর সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা
পেত না; কিন্তু তিনি যাদের বেছে নিয়েছেন, সেই মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলোর সংখ্যা
কমিয়ে দিলেন।

২১ তখন যদি কেউ তোমাদের বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিংবা, দেখ, ওখানে, তোমরা তা
বিশ্বাস করো না, ২২ কেননা নকল খ্রীষ্টেরা ও নকল নবীরা উঠবে, আর তারা এমন চিহ্ন ও
অলৌকিক লক্ষণ দেখাবে যে,—এমনটি সম্ভব হলে—তবে মনোনীতদেরও ভোলাবে। ২৩ সুতরাং
তোমরা সাবধান থাক। দেখ, আমি আগে থেকেই তোমাদের কথাটা বললাম।

২৪ আর সেই দিনগুলিতে, সেই ক্লেশের পরে *সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর
ছড়িয়ে দেবে না,* ২৫ *আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো
আলোড়িত হবে।* ২৬ আর তখন লোকেরা দেখতে পাবে, *মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে
মেঘবাহনে আসছেন।* ২৭ তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে
আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

২৮ ডুমুরগাছের কথাই উপমা হিসাবে ধর: যখন তার শাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন
তোমরা বুঝতে পার, গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে; ২৯ তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই
বুঝবে, তিনি কাছে এসে গেছেন, এমনকি, তিনি দরজায়ই উপস্থিত। ৩০ আমি তোমাদের সত্যি
বলছি, এসব কিছু সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত এই প্রজন্ম লোপ পাবে না। ৩১ আকাশ ও পৃথিবী লোপ
পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না। ৩২ কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে
না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—কেবল পিতাই জানেন।

৩৩ সাবধান থাক, জেগে থাক, কেননা সে সময় কবে হবে, তা জান না। ৩৪ এমনটি হবে, বিদেশ
যাত্রা করতে যাচ্ছেন ঠিক যেন এমন লোকের মত, যিনি নিজের দাসদের হাতে সবকিছুর ভার দিয়ে
গেছেন, প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ দিয়েছেন, ও দারোয়ানকে জেগে থাকতে আদেশ
করেছেন। ৩৫ তাই তোমরা জেগে থাক, কেননা গৃহকর্তা যে কবে এসে পড়বেন—সন্ধ্যাকালে বা
রাতদুপুরে বা মোরগ ডাকবার সময়ে কিংবা সকালবেলায়—তোমরা তা জান না; ৩৬ তিনি হঠাৎ
এসে যেন তোমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় না পান। ৩৭ আর আমি তোমাদের যা বলছি, তা সকলকেই
বলছি: জেগে থাক।’

যীশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

১৪ দু' দিন পর পাস্কাপর্ব ও খামিরবিহীন রুটি পর্ব : সেসময়ে প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রীরা কীভাবে
তাঁকে কৌশলে গ্রেপ্তার করে তাঁর প্রাণদণ্ড ঘটানো যায় তেমন পথ খোঁজ করছিলেন ; [২] কেননা তাঁরা
বললেন, 'পর্বের সময়ে নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি হয়।'

বেথানিয়ায় তৈললেপন

[৩] যীশু বেথানিয়ায় চর্মরোগী সিমোনের বাড়িতে ছিলেন, এমন সময় তিনি ভোজে বসলে একজন
স্ত্রীলোক সাদা ফটিকের একটা পাত্রে বিশুদ্ধ বহুমূল্য সুগন্ধি জটামাংসীর তেল নিয়ে এল ; সে পাত্রটা
ভেঙে তাঁর মাথায় তেল ঢেলে দিল। [৪] সেখানে কয়েকজন লোক ক্ষুব্ধ হয়ে একে অপরকে বলল,
'তেলের অমন অপচয় কেন? [৫] এই তেল বিক্রি করলে তিনশ' রুপোর টাকার চেয়ে বেশিই পাওয়া
যেত, আর তা গরিবদের দিয়ে দেওয়া যেত!' আর তারা সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করল।
[৬] কিন্তু যীশু বললেন, 'একে ছাড় ; একে কষ্ট দিচ্ছ কেন? এ আমার প্রতি যা করল, তা উত্তম কাজ।
[৭] গরিবেরা তো তোমাদের কাছে সর্বদাই রয়েছে ; তোমরা যখন ইচ্ছা কর, তাদের উপকার করতে
পার ; কিন্তু আমাকে সর্বদা কাছে পাচ্ছ না। [৮] সে যা করতে পারত, তা করেছে ; আগে এসে সমাধির
লক্ষ্যেই আমার দেহে সুগন্ধি তেল ঢেলে দিল। [৯] আর আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সমগ্র জগতে
যেইখানে সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেখানে এর এই কাজের কথাও এর স্মরণে বলা হবে।'

যুদার বিশ্বাসঘাতকতা

[১০] যুদা ইস্কারিয়োৎ, বারোজনের মধ্যে একজন, যীশুকে প্রধান যাজকদের হাতে তুলে দেবার
অভিপ্রায়ে তাঁদের কাছে গেলেন। [১১] তাঁরা শুনে আনন্দিত হলেন, এবং তাঁকে টাকা দেবেন বলে
প্রতিশ্রুতি দিলেন ; আর তিনি তাঁকে তুলে দেবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

অন্তিম ভোজ

[১২] খামিরবিহীন রুটি পর্বের প্রথম দিন, যেদিন পাস্কা-মেষশাবক বলি দেওয়া হত, সেদিন
শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'আমরা কোথায় গিয়ে আপনার পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করব? আপনার ইচ্ছা
কী?' [১৩] তাই তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন ; তাঁদের বললেন,
'তোমরা শহরে গেলে এমন একজন লোক তোমাদের সামনে পড়বে, যে এক কলসি জল বয়ে নিয়ে
আসছে ; তোমরা তার অনুসরণ কর ; [১৪] আর সে যে বাড়িতে প্রবেশ করে, সেই বাড়ির মালিককে
গিয়ে বল, গুরু একথা বলছেন, আমি যেখানে আমার শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কাভোজ পালন করব,
আমার সেই ঘর কোথায়? [১৫] তখন সেই লোক উপরতলায় একটা বড় সাজানো ঘর তোমাদের
দেখিয়ে দেবে—ঘরটা প্রস্তুত ; তোমরা সেইখানে আমাদের জন্য ব্যবস্থা কর।' [১৬] শিষ্যেরা রওনা
হলেন, ও শহরে গিয়ে, তাঁর কথামত সবকিছু পেলেন, ও পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করলেন।

[১৭] পরে, সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারোজন শিষ্যের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। [১৮] তাঁরা
বসেছেন ও খাচ্ছেন, এমন সময়ে যীশু বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের এমন
একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে, যে আমার সঙ্গে খাচ্ছে!' [১৯] তখন তাঁরা
দুঃখক্লিষ্ট হলেন ও একে একে তাঁকে বলতে লাগলেন, 'সে কি আমি?' [২০] তাঁদের তিনি বললেন,

‘সে এই বারোজনের মধ্যে একজন; সে আমার সঙ্গে বাটিতে হাত ডুবিয়ে রাখছে। ২১ হ্যাঁ,
মানবপুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তিনি চলেই যাচ্ছেন, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে, যার দ্বারা
মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়; সে যদি না জন্মাত, তার পক্ষে ভালই হত।’
২২ পরে, তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে তিনি রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ‘ধন্য’ স্তুতিবাদ উচ্চারণ
করে তা ছিঁড়ে তাঁদের দিলেন, এবং বললেন, ‘গ্রহণ করে নাও, এ আমার দেহ।’ ২৩ পরে তিনি
একটা পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা তাঁদের দিলেন, আর তাঁরা
সকলেই তা থেকে পান করলেন; ২৪ আর তিনি তাঁদের বললেন, ‘এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা
অনেকের জন্য পাতিত। ২৫ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে দিনে ঈশ্বরের রাজ্যে এই রস নতুন
পান করব, সেইদিন পর্যন্ত আমি আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না।’ ২৬ এবং সামসঙ্গীত
গান করে তাঁরা জৈতুন পর্বতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।
২৭ তখন যীশু তাঁদের বললেন, ‘তোমাদের সকলের স্খলন হবে, কেননা লেখা আছে, *আমি
মেষপালককে আঘাত করব, তাতে মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে।* ২৮ কিন্তু আমার পুনরুত্থানের
পর আমি তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাব।’ ২৯ এতে পিতর তাঁকে বললেন, ‘আপনার জন্য
যদিও সকলের স্খলন হয়, তবু আমার স্খলন হবে না।’ ৩০ যীশু তাঁকে বললেন, ‘আমি তোমাকে
সত্যি বলছি: আজ, এই রাত্রে, মোরগ দু’বার ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার
করবে।’ ৩১ কিন্তু তিনি আরও অধিক জোরে বলে উঠলেন, ‘যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, আমি
আপনাকে কখনও অস্বীকার করব না।’ অন্য সকলেও একই কথা বললেন।

গেথসেমানিতে যীশু

৩২ তাঁরা গেথসেমানি নামে একখন্ড জমিতে গিয়ে পৌঁছলেন; তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন,
‘তোমরা এখানে বস, আর আমি প্রার্থনা করি।’ ৩৩ তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে
গেলেন, এবং আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন। ৩৪ তখন তিনি তাঁদের বললেন, ‘আমার প্রাণ
শোকে মৃতই যেন; তোমরা এখানে থাক ও জেগে থাক।’ ৩৫ আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি
মাটিতে পড়ে প্রার্থনা করলেন, সম্ভব হলে যেন সেই ক্ষণ তাঁর কাছ থেকে চলে যায়। ৩৬ তিনি
বললেন: ‘আব্বা, পিতা, সবই তোমার সাধ্য; আমা থেকে এই পানপাত্র দূর করে দাও, কিন্তু
আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক।’ ৩৭ ফিরে এসে তিনি দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে
পড়েছেন; তবে তিনি পিতরকে বললেন, ‘সিমোন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? এক ঘণ্টাও কি জেগে
থাকবার শক্তি হয়নি? ৩৮ জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন না হতে হয়;
আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।’ ৩৯ আর তিনি আবার গিয়ে সেই একই কথা বলে প্রার্থনা
করলেন। ৪০ তিনি আবার ফিরে এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কেননা তাঁদের চোখ ভারী
হয়ে পড়েছিল; তাছাড়া তাঁরা জানতেন না, উত্তরে তাঁকে কী বলবেন। ৪১ তৃতীয়বারের মত ফিরে
এসে তিনি তাঁদের বললেন, ‘এবার ঘুমাও ও বিশ্রাম কর; যা হওয়ার হয়েছে! ক্ষণটা এসে গেছে;
দেখ, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ৪২ ওঠ! এবার যাই; দেখ, আমার প্রতি যে
বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে, সে কাছে আসছে।’

যীশুকে গ্রেপ্তার

৪৩ তিনি তখনও কথা বলছেন, তখনই যুদা, সেই বারোজনের একজন, এসে পড়লেন, ও তাঁর
সঙ্গে এল খড়্গ ও লাঠি নিয়ে প্রধান যাজকদের, শাস্ত্রীদের ও জাতির প্রবীণবর্গের কাছ থেকে আসা
বহু লোক। ৪৪ ওই বিশ্বাসঘাতক তাদের এই সঙ্কেত দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি যাকে চুম্বন করব,
লোকটি সে-ই; তাকে গ্রেপ্তার করে সাবধানে নিয়ে যাও।' ৪৫ তাই তিনি এসে তখনই তাঁর কাছে
এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'রাব্বি!' এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। ৪৬ তখন তারা তাঁকে ধরে গ্রেপ্তার
করল। ৪৭ কিন্তু যাঁরা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একজন খড়্গ বের করে মহাযাজকের দাসকে
আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন। ৪৮ তখন যীশু তাদের উদ্দেশ করে বললেন,
'তোমরা কি আমাকে ঠিক যেন একটা দস্যুরই মত খড়্গ ও লাঠি নিয়ে ধরতে বেরিয়েছ? ৪৯ আমি
প্রতিদিন মন্দিরে তোমাদের মধ্যে থেকে উপদেশ দিয়েছি, তখন তো আমাকে গ্রেপ্তার করলে না!
কিন্তু শাস্ত্রবাণী পূর্ণ হওয়া চাই।' ৫০ তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। ৫১
একটি তরুণ, গায়ে শুধু একটা চাদর জড়িয়ে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল; তারা তাকে ধরল, ৫২
কিন্তু সে চাদরটা ফেলে উলঙ্গ হয়েই পালিয়ে গেল।

যীশুকে বিচার

৫৩ তখন তারা যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে গেল; তাঁর সঙ্গে প্রধান যাজকেরা, প্রবীণবর্গ ও
শাস্ত্রীরা সমবেত ছিলেন। ৫৪ পিতর দূরে থেকে মহাযাজকের প্রাঙ্গণের ভিতর পর্যন্ত তাঁর পিছু পিছু
গেলেন, এবং অনুচারীদের সঙ্গে বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।

৫৫ প্রধান যাজকেরা ও সমস্ত মহাসভা যীশুকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোন একটা
সাক্ষ্য খুঁজছিলেন, কিন্তু পেলেন না। ৫৬ অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল বটে, কিন্তু তাদের
সাক্ষ্য মিলছিল না। ৫৭ তখন কয়েকজন দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়ে বলল, ৫৮ 'আমরা
ওকে একথা বলতে শুনেছি, আমি মানুষের হাতে তৈরী এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলব, আর তিন
দিনের মধ্যে আর একটা গেঁথে তুলব যা মানুষের হাতে তৈরী নয়।' ৫৯ কিন্তু এতেও তাদের সাক্ষ্য
মিলল না। ৬০ তখন মহাযাজক সভার মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার
বিরুদ্ধে এরা যে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাতে তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না?' ৬১ কিন্তু তিনি নীরব ছিলেন,
কোন উত্তর দিলেন না। মহাযাজক তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি সেই খ্রীষ্ট? ধন্য যিনি,
তুমি কি তাঁর পুত্র?' ৬২ যীশু বললেন, 'আমিই আছি! আর আপনারা *মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান
পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘবাহনে আসতে* দেখবেন।' ৬৩ তখন মহাযাজক নিজের পোশাক
ছিঁড়ে ফেললেন; বললেন, 'সাক্ষীতে আমাদের আর কী দরকার? ৬৪ আপনারা তো ঈশ্বরনিন্দা
শুনলেন; আপনাদের ধারণা কী?' তাঁরা সকলে তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিলেন যে, তিনি মৃত্যুর যোগ্য।

৬৫ তখন কেউ কেউ তাঁর গায়ে থুথু দিতে লাগলেন ও তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মারতে
লাগলেন, এবং বলতে লাগলেন, 'দিব্যজ্ঞান দেখাও দেখি!' যত অনুচারীরাও তাঁকে চপেটাঘাত
করতে লাগল।

৬৬ এদিকে পিতর তখন নিচে প্রাঙ্গণে রয়েছেন, এমন সময়ে এক দাসী এল; ৬৭ পিতরকে আগুন
পোহাতে দেখে সে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমিও তো সেই নাজারেথের যীশুর সঙ্গে ছিলে।' ৬৮

কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, 'তুমি যে কী বলছ, আমি তা জানিও না, বুঝিও না।' পরে তিনি
বের হয়ে ফটকের কাছে গেলেন, ৬৯ আর সেই দাসী তাঁকে দে'খে, যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল,
তাদেরও বলতে লাগল, 'এই লোক তাদের একজন।' ৭০ কিন্তু তিনি আবার অস্বীকার করলেন।
কিছুক্ষণ পরে, যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা পিতরকে আবার বলল, 'সত্যিই তুমি তাদের
একজন, কেননা তুমি গালিলেয়ার মানুষ।' ৭১ কিন্তু তিনি অভিশাপ ও শপথ করে বলতে লাগলেন,
'তোমরা যে লোকের কথা বলছ, তাকে আমি চিনি না।' ৭২ আর তখনই মোরগটা দ্বিতীয়বার ডেকে
উঠল, এবং এই যে কথা যীশু তাঁকে বলেছিলেন, 'মোরগ দু'বার ডাকবার আগে তুমি তিনবার
আমাকে অস্বীকার করবে', তা পিতরের মনে পড়ল; এবং শীঘ্রই বাইরে গিয়ে কেঁদে ফেললেন।

১৫ সকাল হতে না হতেই প্রবীণবর্গ ও শাস্ত্রীদের সঙ্গে প্রধান যাজকেরা ও সমস্ত মহাসভা মন্ত্রণা
করে যীশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পিলাতের হাতে তুলে দিলেন। ২ পিলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' উত্তরে তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই কথাটা বললেন।' ৩ তখন
প্রধান যাজকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনতে লাগলেন। ৪ পিলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা
করলেন, 'তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? দেখ, ওঁরা তোমার বিরুদ্ধে কত কি অভিযোগ আনছেন!'
৫ কিন্তু যীশু আর কোন উত্তর দিলেন না; এতে পিলাত খুবই আশ্চর্য হলেন।

৬ পর্বের সময়ে তিনি লোকদের জন্য এমন এক বন্দিকে মুক্ত করতেন যাকে তারা চাইত। ৭
সেসময়ে বারাব্বাস নামে একজন লোক বিদ্রোহীদের সঙ্গে কারারুদ্ধ ছিল, তারা বিদ্রোহের সময়ে
নরহত্যাও করেছিল। ৮ লোকদের জন্য পিলাতের যা করার প্রথা ছিল, জনতা এসে তা দাবি করতে
লাগল। ৯ পিলাত তাদের উদ্দেশ করে বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য
ইহুদীদের রাজাকে মুক্ত করে দেব?' ১০ তিনি তো জানতেন যে, প্রধান যাজকেরা হিংসার জোরেই
তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন। ১১ কিন্তু প্রধান যাজকেরা জনতাকে প্ররোচিত করলেন, তারা যেন বরং
বারাব্বাসেরই মুক্তি চেয়ে নেয়। ১২ তখন পিলাত আবার এই বলে তাদের উদ্দেশ করে বললেন,
'তবে তোমরা যাকে ইহুদীদের রাজা বলে ডাক, তাকে কী করব?' ১৩ উত্তরে তারা চিৎকার করে
বলে উঠল, 'ওকে ক্রুশে দাও।' ১৪ তিনি তাদের বললেন, 'কেন? সে কী অপরাধ করেছে?' কিন্তু
তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'ওকে ক্রুশে দাও।' ১৫ তখন পিলাত জনতাকে খুশি করার
জন্য তাদের জন্য বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলেন, ও যীশুকে কশাঘাত করিয়ে ক্রুশে দেবার জন্য
তুলে দিলেন।

১৬ আর সৈন্যেরা তাঁকে প্রাঙ্গণের মধ্যে, অর্থাৎ শাসক-ভবনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে গোটা
সেনাদলকে ডেকে জড় করল; ১৭ আর তাঁকে বেগুনি রঙের পোশাক পরিয়ে দিল, এবং একটা
কাঁটার মুকুট গেঁথে তা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল ১৮ ও তাঁকে এই বলে অভিনন্দন জানাতে লাগল,
'প্রণাম, ইহুদীরাজ!' ১৯ আর তারা একটা নলডাঁটা দিয়ে তাঁর মাথায় মারতে লাগল, তাঁর গায়ে থুথু
দিল, ও হাঁটু পেতে তাঁর সামনে প্রণিপাত করল। ২০ তাঁকে এইভাবে বিদ্রূপ করার পর বেগুনি রঙের
পোশাকটা খুলে ফেলে তারা তাঁর নিজের পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিল ও ক্রুশে দেবার জন্য তাঁকে
বাইরে নিয়ে গেল।

যীশুকে ক্রুশারোপণ,
তাঁর মৃত্যু ও সমাধিদান

২১ তখন সিমোন নামে সাইরিনির একজন লোক খোলা মাঠ থেকে সেই পথ দিয়ে আসছিল—সে
আলেকজান্দার ও রুফুসের পিতা,—তাকেই তারা যীশুর ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল। ২২ পরে
তারা তাঁকে গলগথা নামে স্থানে নিয়ে গেল; এই নামের অর্থ খুলিতলা; ২৩ তারা তাঁকে
গন্ধনির্যাস-মেশানো আঙুররস দিতে চাইল, তিনি কিন্তু তা নিলেন না। ২৪ পরে তারা তাঁকে ক্রুশে
দিল ও তাঁর জামাকাপড় ভাগ করে নিল: কে কি পাবে, তা গুলিবাঁট করেই স্থির করল। ২৫ তারা
যখন তাঁকে ক্রুশে দিল, সময় তখন সকাল ন'টা। ২৬ তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের লিপিটা এ
ছিল: ইহুদীদের রাজা। ২৭ তারা তাঁর সঙ্গে দু'জন দস্যুকে ক্রুশে দিল, একজনকে তাঁর ডান পাশে,
আর একজনকে তাঁর বাঁ পাশে। [২৮]

২৯ আর যে সকল লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা *মাথা নেড়ে* তাঁকে টিটকারি দিয়ে
বলছিল, 'তুমি যে পবিত্রধামটা ভেঙে ফেল ও তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তোল, ৩০ ক্রুশ থেকে নেমে
এসে নিজেকে ত্রাণ কর।' ৩১ শাস্ত্রীদের সঙ্গে প্রধান যাজকেরাও নিজেদের মধ্যে তাঁকে এভাবে বিদ্রূপ
করছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, 'সে অপরকে ত্রাণ করেছে, নিজেকে ত্রাণ করতে সক্ষম নয়! ৩২ খ্রীষ্ট,
ইস্রায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ থেকে নেমে এসো, যেন তা দেখে আমরা বিশ্বাস করি।' এবং তাঁর
সঙ্গে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারাও তাঁকে অপমান করছিল।

৩৩ বেলা বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার হয়ে রইল; ৩৪ আর বেলা
তিনটের সময়ে যীশু এই বলে জোর গলায় চিৎকার করলেন, '*এলোই, এলোই, লামা শাবাখ্‌থানি?*'
তার অর্থ, '*ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমায় ত্যাগ করেছ কেন?*' ৩৫ যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল,
তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেকথা শুনে বলল, 'দেখ, সে এলিয়কে ডাকছে।' ৩৬ তখন একজন ছুটে
গিয়ে একটা স্পঞ্জ সির্কায় ভিজিয়ে দিয়ে তা একটা নলডাঁটার আগায় লাগিয়ে তাঁকে পান করতে
দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, দেখি, এলিয় তাকে নামাতে আসেন কিনা।' ৩৭ কিন্তু যীশু তীব্র চিৎকার দিয়ে
আত্মা বিসর্জন দিলেন। ৩৮ তখন পবিত্রধামের পরদাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়ে দু'ভাগ
হল। ৩৯ আর যে শতপতি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি যখন দেখলেন যীশু কেমন করে
প্রাণত্যাগ করলেন, তখন বললেন, 'ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন!'

৪০ কয়েকজন স্ত্রীলোকও দূরে থেকে দেখছিলেন: তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাগদালার মারীয়া, ছোট
যাকোবের ও যোসেসের মা মারীয়া, এবং সালোমে; ৪১ যখন তিনি গালিলেয়ায় ছিলেন, তখন তাঁরা
তাঁর অনুসরণ করে তাঁর সেবা করতেন। আরও বহু স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে
যেরুসালেমে এসেছিলেন।

৪২ পরে, সন্ধ্যা হলে, সেই দিনটি প্রস্তুতি-দিবস অর্থাৎ সাব্বাৎ দিনের আগের দিন হওয়ায় ৪৩
আরিমাথেয়ার সেই যোসেফ এলেন, যিনি মহাসভার গণ্যমান্য সদস্য; তিনি নিজেও ঈশ্বরের
রাজ্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি সাহসের সঙ্গে পিলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহ চাইলেন। ৪৪ যীশু
যে এত শীঘ্রই মারা গেছেন, এতে পিলাত আশ্চর্য হলেন, এবং সেই শতপতিকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা
করলেন, তিনি এর মধ্যে মারা গেছেন কিনা। ৪৫ শতপতির কাছ থেকে কথাটা নিশ্চিত বলে জেনে
তিনি যোসেফকে দেহটি দিলেন; ৪৬ আর তিনি একটা চাদর কিনে তাঁকে নামিয়ে ওই চাদরে

জড়ালেন ও পাথরের গায়ে কাটা একটা সমাধিগুহার মধ্যে রাখলেন; পরে সমাধিগুহার মুখে একটা পাথর গড়িয়ে দিলেন। [৪৭] তাঁকে যে স্থানে রাখা হচ্ছিল, তা মাগদালার মারীয়া ও যোসেসের মা মারীয়া লক্ষ করলেন।

কবর শূন্য!

১৬ সাব্বাৎ অতিবাহিত হলে মাগদালার মারীয়া, যাকোবের মা মারীয়া ও সালোমে তাঁকে লেপন করার জন্য গন্ধদ্রব্য-সামগ্রী কিনলেন। [২] এবং সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁরা খুব সকালে, সূর্য উঠতেই, সমাধিগুহায় এলেন। [৩] তাঁরা এই বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন, 'কে আমাদের জন্য সমাধিগুহার মুখ থেকে পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেবে?' [৪] এমন সময়ে তাঁরা তাকিয়ে দেখলেন, পাথরখানা গড়িয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ পাথরটা খুবই বড় ছিল। [৫] সমাধিগুহার ভিতরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন, শুভ্র পোশাক-পরা একটি যুবক ডান পাশে বসে আছেন; এতে তাঁরা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। [৬] কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'বিহ্বল হয়ো না। তোমরা নাজারেথীয় সেই যীশুকে খুঁজছ, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তিনি এখানে নেই; দেখ, তাঁকে এইখানে রাখা হয়েছিল; [৭] কিন্তু তোমরা গিয়ে তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকে বল যে, তিনি তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাচ্ছেন, যেমনটি তিনি তোমাদের বলেছিলেন; সেইখানে তাঁকে দেখতে পাবে।' [৮] তখন তাঁরা বেরিয়ে পড়ে সমাধিস্থান থেকে পালিয়ে গেলেন, কারণ তাঁরা ভয়ে কাঁপছিলেন ও আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। আর তাঁরা কাউকেই কিছু বললেন না, কেননা ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

পুনরুত্থিত যীশুর নানা দর্শনদান

[৯] সপ্তাহের প্রথম দিন সকালে পুনরুত্থান করে তিনি প্রথমে সেই মাগদালার মারীয়াকে দেখা দিলেন, যাঁর মধ্য থেকে সাতটা অপদূতকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। [১০] ইনিই যীশুর সঙ্গীদের গিয়ে সংবাদ দিলেন; তখন তাঁরা শোকাচ্ছন্ন ছিলেন ও কাঁদছিলেন। [১১] যখন তাঁরা শুনলেন যে, তিনি জীবিত আছেন, ও তাঁকে দেখা দিয়েছেন, তখন তাঁদের বিশ্বাস হল না। [১২] তারপরে তাঁদের দু'জন যখন গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অন্য রূপ ধরে তাঁদের দেখা দিলেন। [১৩] তাঁরা ফিরে গিয়ে অন্য সকলকে কথাটা জানালেন, কিন্তু তাঁদের কথায়ও তাঁদের বিশ্বাস হল না।

[১৪] শেষে, সেই এগারোজন যখন ভোজে বসে ছিলেন, তখন তিনি তাঁদের দেখা দিলেন, ও তাঁদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতার জন্য তাঁদের ভর্ৎসনা করলেন; কেননা তিনি পুনরুত্থান করলে পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের কথায় তাঁরা বিশ্বাস করেননি। [১৫] আর তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। [১৬] যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে: [১৭] যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, [১৮] হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।'

[১৯] আর তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যীশুকে ঊর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন। [২০] আর তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও সর্বত্র প্রচার করলেন; আর

একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন।